ইভাদেবীর
ভ্যানিটি-ব্যাগ

(সামাজিক নাটক)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সি, সি, বসাক এণ্ড সন্স
১২৭, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আশ্বিন—১৩৫২

প্রকাশক
শ্রীবিজয়রতন বসাক
সি সি বসাক এণ্ড সন্স
১২৭ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়
বসাক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১২৭ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

স্বনামধন্য নাট্যশিল্পী

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

সুহৃদ্বরেষু

মুখপাত

একটুখানি ভূমিকার দরকার।

আজকাল বাংলা নাট্যজগতে সামাজিক নাটকের বিশেষ আদর হয়েছে। কিন্তু ভালো ক'রে মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে, ও-নাটকগুলির মধ্যে যে-সব পাত্র-পাত্রীকে দেখানো হয়েছে তাদের অধিকাংশই ঠিক বাংলাদেশের মানুষ নয়। তাদের হাব-ভাব, কথাবার্ত্তা ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে আছে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতার অতিরিক্ত প্রভাব। এবং আজকালকার অনেক বাংলা নাটকের ভাব, ভাষা ও আখ্যানবস্তু যে গোপনে এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের কাছ থেকে, এরও প্রমাণ পেয়েছি বারংবার।

আমি এ ভাবে নাট্যকার নাম কিনতে রাজি নই। তাই গোড়াতেই বলে রাখতে চাই, "ইভাদেবীর ভ্যানিটি-ব্যাগ" হচ্ছে বিখ্যাত বিলাতী নাট্যকার অস্কার ওয়াইল্ডের "Lady Windermere's Fan"-এর বাংলা রূপান্তর।

বিলাতী রঙ্গালয়ে ঐ নাটকখানি অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অস্কার ওয়াইল্ডের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ নাটকের অভিনয়ে তখনকার বিলাতের প্রথম শ্রেণীর নট-নটীরা রঙ্গাবতরণ করেছিলেন এবং নাটকখানি কেবল নাট্যসাহিত্যের নয়, জনপ্রিয়তার দিক দিয়েও বিশেষ সফলতা অর্জ্জন

করে। আধুনিক যুগেও নাটকখানির সুনাম ও সমাদর বজায় আছে, কারণ একালেও তার পুনরভিনয় হয়। অস্কার ওয়াইল্ড সম্বন্ধে এখানে বেশী কিছু না বললেও চলবে। বার্ণার্ড স-এর মতন কঠিন সমালোচকও তাঁকে arch-artist ব'লে স্বীকার করেছেন।

অনুবাদ-গ্রন্থ হ'লেও এই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের বাঙালী রূপেই আমি দেখাতে চেয়েছি। "Lady Windermere's Fan"-এর মধ্যে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন পঞ্চাশ বছর আগেকার বিলাতী সমাজ। বাংলা দেশে আজ যে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সৃষ্টি হয়েছে, বিলাতী সভ্যতাকে সে পদে পদে অনুসরণ করতে চাইলেও এখানে আসল এবং নকলের মাঝখানে থেকে যায় প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধান। অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষ-ভাগে বিলাতী সমাজ যতখানি অগ্রসর হয়েছিল, আমাদের নব্য ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ এখনো তার চেয়ে বেশী এগিয়ে যেতে পারে নি। বহু অভিজ্ঞতার ফলেই আমি এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছি।

সুতরাং এই বিলাতী নাটকের ঘটনাক্ষেত্র বাংলাদেশে এনে এর পাত্র-পাত্রীদের বাঙালী নামে পরিচিত করেছি ব'লে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হবে না। পাঠকরা আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করলে স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন এই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের জীবন্তরূপে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

পাত্র-পাত্রী

পুরুষ

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

স্যার বিনয়কুমার মজুমদার

কুমার চন্দ্রনাথ

মিষ্টার হেরম্ব দত্ত

মিষ্টার সুশীল রায়চৌধুরী

মিষ্টার অরুণ বসু

শ্রীধর—খাস খানসামা

স্ত্রী

রাণী ইভাদেবী

পীতমপুরের মহারাণী প্রতিমা দেবী

রাজকুমারী রেণুকা দেবী

লেডি নীলিমা দেবী

লেডি মোহিনী দেবী

লেডি মেনকা দেবী

শ্রীমতী অরুণা দেবী

মিসেস্ অশোকা রায়

নয়নতারা—দাসী

ইভাদেবীর অ্যালিটিব্যাগ

প্রথম অঙ্ক

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের চা-পানের কক্ষ। ডানদিকে একটি পুস্তকে পরিপূর্ণ বুক-কেশ, আর একটি দেরাজ-ওয়ালা টেবিল। বাঁ-দিকে চারখানি সোফা ও তার মাঝখানে চায়ের টেবিল। বাঁ-পাশে বাগানের দিকে জানলা, ডান্ পাশে একটি টেবিল ও খান-চারেক চেয়ার। ঘরে ঢোক্‌বার দরজা দু'টি—একটি মাঝখানে ও একটি ডান্ পাশে।

রাণী ইভা দেবী ডান্ দিকের টেবিলের সামনে ব'সে একটি নীল রঙের পাত্রে গোলাপফুল সাজাচ্ছেন।

শ্রীধরের প্রবেশ

শ্রীধর। রাণীজি আজ কি বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করবেন?

ইভা। হ্যাঁ। কে দেখা করতে এসেচেন?

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

শ্রীধর। স্যার বিনয়কুমার মজুমদার, রাণীজি!

ইভা। (একটু ইতস্তত করলেন) আচ্ছা, নিয়ে এস।

শ্রীধরের প্রস্থান

আজ সন্ধ্যার আগে স্যার বিনয়ের সঙ্গে দেখা করাই ভালো। তিনি এসেছেন ব'লে খুসি হয়েছি!

মাঝের দরজা দিয়ে স্যার বিনয়কুমারের প্রবেশ

স্যার বিনয়। কেমন আছেন রাণীজি?

শেক্‌হ্যাণ্ডের জন্য হাত বাড়ালেন

ইভা। কেমন আছেন, স্যার বিনয়? না, আমি আপনার হাতে হাত দিতে পারব না। এই শিশির-মাখানো গোলাপরা আমার হাত ভিজিয়ে দিয়েছে। গোলাপগুলি কি সুন্দর, না?

স্যার বিনয়। পরম সুন্দর! টেবিলের উপরে ও ভ্যানিটি-ব্যাগটি কার? ওটিও কি চমৎকার দেখতে! ওটি একবার নিতে পারি?

ইভা। স্বচ্ছন্দে! সত্যিই ও-টি চমৎকার! ওর উপরে আমার নামও লেখা আছে। আমার জন্মদিনে ওটি আমার স্বামীর উপহার। আপনি জানেন তো, আজ আমার জন্মদিন?

স্যার বিনয়। সত্যি নাকি?

ইভা। হ্যাঁ, আজ আমি সাবালিকা হ'লুম। আজ্‌কের দিনটা আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন, কি বলেন? সেই জন্যেই তো আজ রাত্রে আমি একটি পার্টি দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন!

ফুলগুলি পরিপাটি ক'রে সাজাতে লাগলেন

স্যার বিনয়। (বসলেন) রাণীজি, আজ আপনার জন্মদিন, আগে যদি এটা জানতুম! তাহ'লে আপনার প্রাসাদের সামনের রাস্তাটা পর্য্যন্ত ভরিয়ে দিতুম আমি ফুলে-ফুলে, আর আপনি চ'লে বেড়াতেন সেই ফুলের উপরে পা ফেলে ফেলে। ও-ফুলের সৃষ্টি হয়েছে আপনার জন্যেই।

দুজনে অল্পক্ষণ চুপ করে রইলেন

ইভা। স্যার বিনয়, কাল আপনি আমাকে জ্বালাতন করেছিলেন। ভয় হচ্ছে, আজও ফের জ্বালাতন করতে চান।

স্যার বিনয়। আমি, রাণীজি?

শ্রীধর ও একটি তক্‌মা-পরা বেয়ারা মাঝের দরজা দিয়ে
ট্রের উপর চা ও খাবার নিয়ে প্রবেশ করলে

ইভা। ঐখানে রাখো শ্রীধর। (রুমাল দিয়ে হাত মুছে চায়ের টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন) স্যার বিনয়, আপনিও কি এখানে আসবেন না?

শ্রীধর ও বেয়ারা চ'লে গেল

স্যার বিনয়। (চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে) রাণী, আমার বড়ই দুর্ভাগ্য। আপনাকে কী জ্বালাতন করেছি, আমাকে বলতেই হবে।

বসলেন

ইভা। কাল সারা সন্ধ্যাটা আমার চাটুবাদে পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছিলেন!

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

স্যার বিনয়। (হাসতে হাসতে) বাজার যা মন্দা পড়েছে! যা-কিছু করতে যাই, চাই টাকা! কিন্তু চাটুবাদ করতে গেলে একটি কাণাকড়িরও দরকার হয় না!

ইভা। (ঘাড় নাড়তে নাড়তে) না, সত্যি-সত্যিই বলছি। হাসছেন যে? হাসবেন না। সত্যি, যা বলছি আমি গম্ভীর ভাবেই বলছি। চাটুবাদ আমার ভালো লাগে না। পরুষরা কেন যে ভাবে, মিথ্যে বাজে কথা বল্‌লেই মেয়েরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে নৃত্য করবে, আমি বুঝতেই পারি না!

স্যার বিনয়। না রাণীজি, আমি একটিও মিথ্যে বাজে কথা বলিনি।

ইভা দেবীর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা গ্রহণ করলেন

ইভা। (গম্ভীরভাবে) আমি বিশ্বাস করি না। আপনার সঙ্গে মন-কষাকষি হ'লে দুঃখিত হব। আপনি জানেন, আমি আপনাকে অত্যন্ত পছন্দ করি। কিন্তু আপনিও যে আর-দশজন পুরুষের মতন ব্যবহার করবেন, এ আমি পছন্দ করি না। আমি আপনাকে আর-দশজন পুরুষের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর মানুষ ব'লেই মনে করি। কিন্তু আমার এও মনে হয়, আপনি যেন সাধ ক'রেই দুনিয়ার সামনে নিজেকে মন্দ মানুষ ব'লে প্রমাণিত করতে চান্।

স্যার বিনয়। ভবের হাটে এক এক মানুষের এক এক রকম স্বভাব।

ইভা। কিন্তু ঐ লোক-দেখানো স্বভাবটাকেই আপনি নিজের বিশেষ স্বভাব ব'লে মনে করছেন কেন?

স্যার বিনয়। কারণ পৃথিবীর ধারা বড় অদ্ভুত। তুমি যদি নিজেকে সাধু ব'লে প্রচার কর, পৃথিবী তোমাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তুমি যদি নিজেকে অসাধু ব'লে প্রমাণ করতে চাও, পৃথিবী তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।

ইভা। স্যার বিনয়, পৃথিবী আপনাকে সাধু ভাবে, এটা কি আপনি চান্ না?

স্যার বিনয়। না। পৃথিবী মাথায় তুলে নাচে কাদের নিয়ে? যত বাজে লোক—যাদের খেতাব আছে, যাদের চাপরাশ আছে, যাদের টিকি আছে। সত্যি বলছি, আর কেউ অবিশ্বাস করলে আমার কিছুই আসে যায় না, কিন্তু দয়া ক'রে আপনি আমাকে অবিশ্বাস করবেন না রাণীজি!

ইভা। আমাকে এমন বিশেষভাবে কেন আপনি দেখতে চান?

স্যার বিনয়। (একটু ইতস্তত ক'রে) কারণ আমার মনে হচ্ছে, আমরা দুজনেই দুজনের অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'তে পারি। আসুন, আমরা এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুতাকে স্বীকার ক'রে নি। হয়তো একদিন আপনাকে এমন বন্ধুরই দরকার হবে।

ইভা। আপনি ও কথা বলছেন কেন?

স্যার বিনয়। আমাদের সকলেরই একদিন বন্ধুর দরকার হয়।

ইভা। স্যার বিনয়, এখন কি আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু নই? আমরা চিরদিনই এম্নি বন্ধুই থাকতে পারি যদি আপনি—

স্যার বিনয়। যদি আমি—?

ইভা। যদি আপনি আমার চাটুবাদ না করেন। আপনি বোধ হয়

আমাকে রুচিবাগীশ ভাবেন? অস্বীকার করি না। আমি ঐ ভাবেই মানুষ হয়েছি। এজন্যে আমি দুঃখিত নই। শিশু-বয়সেই আমার মা মারা যান। পিসিমার কাছে আমি মানুষ। পিসিমা ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু আজ পৃথিবী যা ভুলে যাচ্ছে, তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন সেই সত্য-কথাটাই—অর্থাৎ কাকে বলে ন্যায়, আর কাকে বলে অন্যায়। তিনি ছিলেন সোজা মানুষ—হেলতেন না একবার এদিকে, একবার ওদিকে। আমিও তাই।

স্যার বিনয়। রাণীজি!

ইভা। (সোফার পিছনে হেলে প'ড়ে) আপনি ভাবছেন আমি বড়ই সেকেলে? হুঁ, আমি তাই! একাল আমার চোখের বালি।

স্যার বিনয়। একালকে আপনার এতই মন্দ লাগে?

ইভা। হ্যাঁ, আজ্‌কের দিনে মানুষ জীবনটাকে মনে করে একটা লটারির খেলা। না, জীবন তা নয়। জীবন হচ্ছে পবিত্র। এর আদর্শ হচ্ছে প্রেম। আত্মবলিদানেই এর সমাপ্তি।

স্যার বিনয়। (হাসতে হাসতে) বলিদান? বলির পশু হওয়ার চেয়ে আর-যা-কিছু হওয়া ভালো!

ইভা। (সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে) ও-কথা বলবেন না!

স্যার বিনয়। ঐ-কথাই বলব! নাড়ীতে নাড়ীতে ঐ-কথাই আমি অনুভব করি!

মাঝের দরজা দিয়ে শ্রীধরের প্রবেশ

শ্রীধর। রাণীজি, উঠোনে কি কার্পেট পাত্‌তে হবে?

ইভা। স্যার বিনয়, আজ আর বোধ হয় বৃষ্টি হবে না, কি বলেন।

স্যার বিনয়। আপনার জন্মদিনে বৃষ্টি! এও কি সম্ভব?

ইভা। হ্যাঁ শ্রীধর, উঠোনেই কার্পেট পাতো গে।

শ্রীধরের প্রস্থান

স্যার বিনয়। শুনুন রাণীজি, অবশ্য সত্যি কথা নয়, একটা কাল্পনিক গল্পই বলছি। ধরুন, সগু-বিবাহিত দুই স্ত্রী-পুরুষ। বিবাহের পরেই স্বামী যদি হঠাৎ এমন-কোন নারীকে নিয়ে মেতে ওঠে—সমাজ যাকে সন্দেহ করে, স্ত্রী তাহলে কি করবে? সেও কি সান্ত্বনালাভের জন্য আর কারুর কাছে যাবে না?

ইভা। (ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে) সান্ত্বনালাভের জন্যে?

স্যার বিনয়। হ্যাঁ। সান্ত্বনালাভের জন্যে স্ত্রী যদি আর কারুর কাছে যায়, আমি সেটাকে অন্যায় ব'লে মনে করি না।

ইভা। স্বামী অবিশ্বাসী ব'লে স্ত্রীও হবে অবিশ্বাসিনী?

স্যার বিনয়। অবিশ্বাস হচ্ছে একটা বিষম কথা রাণীজি!

ইভা। স্যার বিনয়, আপনি যে বিষম কথাই বলছেন!

স্যার বিনয়। আমার মনে হয়, সাধুরাই করছেন এই পৃথিবীর বিষম ক্ষতি। অসাধুতাকেই তাঁরা ক'রে তুলেছেন অসাধারণ। মানুষদের সাধু আর অসাধু ব'লে দুই দলে বিভক্ত করার কোন মানে হয় না। মানুষ হচ্ছে—হয় চমৎকার, নয় বিরক্তিকর। আমি আছি চমৎকারদেরই দলে! আর রাণীজি, এটাও না ব'লে থাকতে পারছি না, আপনিও আছেন সেই দলেই!

ইভা। স্যার বিনয়, (উঠ্‌লেন) আপনি ব'সেই থাকুন। (ডানদিকে ফুলের টেবিলের কাছে যেতে যেতে) ঐ ফুলগুলোকে আর-একটু ভালো ক'রে সাজিয়ে আসি।

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

স্যার বিনয়। (উঠে দাঁড়ালেন এবং চেয়ারখানা টেনে সরিয়ে নিলেন) রাণীজি, আপনি দেখছি আধুনিক জীবনের উপরে বড়ই বিরূপ। অবশ্য, আধুনিক জীবনের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলবার আছে। স্বীকার করি। যেমন ধরুন, একালের বেশীর-ভাগ মেয়েই হচ্ছে ব্যবসাদার।

ইভা। ও-রকম মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করবার দরকার নেই।

স্যার বিনয়। আচ্ছা রাণীজি, ও-দলের মেয়ের কথা ছেড়েই দিন। কিন্তু আপনি কি মনে করেন, পৃথিবীর বিচারে যে সব মেয়ের একবার পদস্খলন হয়েছে তারা একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য?

ইভা। আমার মতে, কখনোই তাদের ক্ষমা করা উচিত নয়।

স্যার বিনয়। পুরুষরাও কি মেয়েদের মতন একই আইনের দ্বারা চালিত হবে?

ইভা। নিশ্চয়ই!

স্যার বিনয়। আমার মনে হয়, জীবনের মতন জটিল জিনিষকে এমন বাঁধা-ধরা মাপকাঠিতে মাপা চলে না।

ইভা। মানুষরা যদি এই বাঁধা-ধরা মাপকাঠি মান্‌ত, জীবন তাহ'লে হয়ে উঠ্‌ত কি সহজ, কি সরল!

স্যার বিনয়। রাণীজি, ঐ বাঁধা-ধরা মাপকাঠির বাইরে জীবনের যে বিচিত্র শোভাযাত্রা চলেছে, আপনি কি তাকে স্বীকার করতে নারাজ?

ইভা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

স্যার বিনয়। রাণীজি, আপনি সেকেলে, কিন্তু কি মিষ্টি!

ইভা। দয়া ক'রে ঐ 'মিষ্টি' শব্দটি ত্যাগ করুন।

স্যার বিনয়। ত্যাগ করতে পারছি না। আমি সমস্তই ত্যাগ করতে পারি—ত্যাগ করতে পারি না কেবল প্রলোভনকে।

ইভা। একেলে ভণ্ডামির কথা।

স্যার বিনয়। (স্থিরদৃষ্টিতে ইভার দিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ রাণীজি, এটা একেলে ভণ্ডামিরই কথা বটে!

মাঝের দরজা দিয়ে শ্রীধরের প্রবেশ

শ্রীধর। পীতমপুরে মহারাণীজি আর রাজকুমারী বেণুকা দেবী এসেছেন।

শ্রীধরের প্রস্থান

মহারাণীজি ও বেণুকার প্রবেশ

স্যার বিনয় ও রাণীজি উঠে দাঁড়ালেন।
নমস্কারের আদান-প্রদান হ'ল

মহারাণীজি। ভাই ইভা, তোমাকে দেখে বড় খুসি হ'লুম। স্যার বিনয়, কেমন আছেন! আমার মেয়ের সঙ্গে কিন্তু আপনার পরিচয় করিয়ে দেব না, আপনি যা দুষ্টু!

স্যার বিনয়। ও-কথা বলবেন না মহারাণীজি! দুষ্ট মানুষ হিসেবে আমি একেবারেই ব্যর্থ! শুনছি নাকি এমন লোকও অনেক আছে যারা বলে, জীবনে আমি কোনদিন কোন কুকাজই করিনি! অবশ্য এই নিন্দেটা তারা আড়ালেই করে।

মহারাণী। বলেন কি, আড়ালে এমন নিন্দে করে! বেণুকা, ইনিই স্যার বিনয়! ওঁর একটা কথাও তুমি বিশ্বাস কোরো না।

(স্যার বিনয় মহারাণীকে চা দিতে উদ্যত হ'লেন) না, না। চা নয়, ধন্যবাদ! (সোফায় গিয়ে বসলেন) শ্রীপুরের মহারাণীর বাড়ী থেকে এইমাত্র চা খেয়ে আসছি। আর, সে কী চা। সহ্য করা অসম্ভব। আমি অবশ্য অবাক্ হইনি। চা এসেছে তাঁর জামাই-বাড়ী থেকে কিনা! ভাই ইভা, আজ তোমার এখানে নাচের আসর বসবে শুনে আমার বেণুকার কি আনন্দ!

ইভা। না মহারাণীজি, সামান্য ব্যাপার, এমন কিছু বেশী ঘটা হবে না।

মহারাণী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘটা হবে বৈকি। তোমার বাড়ীর ধারা কি আমি জানি না? আর তোমার বাড়ী ব'লেই তো বেণুকাকে আনতে পারলুম! সহরের আর কোন বাড়ীতেই বেণুকাকে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়! আমার স্বামী বেচারিকেও আর কোথাও ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না। কালে-কালে সমাজের একি ছিরি হ'ল! সব জায়গাতেই যত সব ভয়ানক লোকের আবির্ভাব। প্রতিবাদ করা উচিত।

ইভা। আমি প্রতিবাদ করি মহারাণীজি! আমার বাড়ীতে এমন কারুর ঠাঁই হবে না, যার নামে আছে কলঙ্ক!

স্যার বিনয়। ও-কথা বলবেন না রাণীজি! তাহ'লে তো এ-বাড়ীতে আমার প্রবেশ নিষেধ!

মহারাণী। না, স্যার বিনয়, পুরুষের কথা স্বতন্ত্র। আমার আপত্তি মেয়েদের নিয়ে। কারণ আমরা সবাই ভালো—অন্তত অনেকেই। কিন্তু আজকালকার দিনে ভালো মেয়েরাই হয়েছে কোণ-ঠাসা। আমরা যদি মাঝে মাঝে

খিট্-খিট্ না করতুম, তাহ'লে স্বামীরা তো ভুলেই যেত আমাদের অস্তিত্ব।

স্যার বিনয়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার মহারাণীজি! বিয়েটা হচ্ছে বাঁদর-নাচের মতন। খেলা দেখিয়ে স্ত্রীরা সম্মান পায় যথেষ্ট কিন্তু প্রায়ই হারিয়ে বসে আসল খেলোয়াড় বাঁদরটিকে।

মহারাণী। আসল খেলোয়াড়! তার মানে, স্বামী?

স্যার বিনয়। আধুনিক স্বামীর পক্ষে ও-নামটি মন্দ নয়!

মহারাণী। আপনি একেবারে গোল্লায় গেছেন।

ইভা। স্যার বিনয় ক্রমেই হীন হয়ে পড়ছেন।

স্যার বিনয়। ও-কথা বলবেন না রাণীজি!

ইভা। জীবনকে আপনি এমন তুচ্ছ ব'লে মনে করেন কেন?

স্যার বিনয়। কারণ জীবনটা হচ্ছে একটি অতিরিক্ত দরকারি ব্যাপার, তাকে নিয়ে কখনো গম্ভীরভাবে আলোচনা করাই চলে না।

মহারাণী। উনি কি বলতে চান? স্যার বিনয়, আপনার কথার মানে আমার মোটা মাথায় ঢুকছে না, বুঝিয়ে দিন।

স্যার বিনয়। (উঠে দাঁড়িয়ে) বুঝিয়ে দরকার নেই মহারাণীজি! আজকালকার দিনে বেশী বোঝাতে গেলে নিজেকেই ধরা পড়তে হয়। আসি, নমস্কার! (ইভার কাছে গিয়ে) এখন বিদায় হচ্ছি। কিন্তু আজ রাত্রে আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন তো?

ইভা। (উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! কিন্তু আপনি কারুর কাছে লোক-দেখানো মিথ্যা প্রলাপ বকতে পারবেন না।

স্যার বিনয়। ও, আপনি দেখছি আমার চরিত্র শোধ্রাবার

চেষ্টা করছেন! রাণীজি, কারুর চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা হচ্ছে বিপদজনক।

মাঝের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন

মহারাণী। (উঠে দাঁড়িয়ে, একটু এগিয়ে) কি চমৎকার দুষ্টু মানুষ! ওঁকে আমি ভারি পছন্দ করি। কিন্তু উনি বিদায় হয়েছেন ব'লে ভারি খুসি হয়েছি! ভাই ইভা, তোমাকে কি মিষ্টিই দেখাচ্ছে! ও-কাপড়খানা তুমি কোন্ দোকান থেকে কিনেছ? কিন্তু তোমার জন্যে আমার বড়ই দুঃখ হচ্ছে। (সোফার উপরে গিয়ে ইভার পাশে ব'সে) বেণুকা, মা!

বেণুকা। (উঠে দাঁড়িয়ে) কি বলছ মা?

মহারাণী। ঘরের ঐখানে টেবিলের উপরে একখানা ফোটোগ্রাফের 'অ্যালবাম্' রয়েছে না? তুমি ব'সে ব'সে ছবি দেখোগে যাও।

বেণুকা। আচ্ছা মা।

টেবিলের কাছে গিয়ে বসল

মহারাণী। সোনার মেয়ে! দার্জিলিঙের ফোটোগ্রাফ দেখতে ভারি ভালোবাসে। এমন সুরুচি ক'টা মেয়ের হয়! কিন্তু ভাই ইভা, তোমার জন্যে আমি বড়ই দুঃখিত।

ইভা। (হাসিমুখে) কেন মহারাণীজি!

মহারাণী। সেই সাংঘাতিক মেয়েটার কথাই বলছি। সে এমন গুছিয়ে কাপড় পরে, সাজগোজ করে যে, তাকে দেখলেই পুরুষদের মাথা ঘুরে যায়! তুমি আমার সেই দুষ্টু ভাই কুমার চন্দ্রনাথকে জানো তো? সে ঐ মেয়েটার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে গেছে। বড়ই কেলেঙ্কারির কথা, কারণ সমাজে কিছুতেই এ-মেয়েটার ঠাঁই হ'তে পারে না।

অনেক নারীর জীবনেই হয়তো একটি অতীত ইতিহাস আছে, কিন্তু আমি শুনেছি এর অতীত-ইতিহাস গুণতিতে হবে ডজন-খানেক !

ইভা। কার কথা বলছেন, মহারাণীদি ?

মহারাণী। মিসেস্ অশোকা রায়।

ইভা। মিসেস্ অশোকা রায় ? তাঁর নাম তো কখনো শুনিনি ! তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ?

মহারাণী। বেচারি ! বেণুকা, মা !

বেণুকা। কি বলছ মা ?

মহারাণী। তুমি কি একবার বাগানে বেরিয়ে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখ্‌বে ?

বেণুকা। আচ্ছা, মা !

[পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মহারাণী। মিষ্টি মেয়ে ! সূর্য্যাস্ত দেখতে পেলে আর কিছুই চায় না ! এটা কি সুরুচির লক্ষণ নয় ? প্রকৃতির চেয়ে ভালো আর কি আছে ?

ইভা। মহারাণীজি, কি ব্যাপার ? আমার কাছে এই অচেনা নারীর কথা তুললেন কেন ?

মহারাণী। তুমি কি সত্যই কিছু জানো না ? কিন্তু আমরা যে এই ব্যাপারটা নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়েছি ! এই কাল্‌কেই লেডি অণিমার বাড়ীতে আমাদের একটা পার্টি ছিল। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের মতন লোক সেখানে এমন ব্যবহার করলেন—যা ধারণায়ও আনা যায় না।

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

ইভা। ও-স্ত্রীলোকটার সঙ্গে আপনি আমার স্বামীর কথা তুলছেন কেন?

মহারাণী। হায়রে, তুলছি কেন? সেইটেই তো হচ্ছে কথা। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রোজ ঐ স্ত্রীলোকটার সঙ্গে দেখা করতে যান। আর তিনি যখন ওর বাড়ীতে থাকেন, তখন ওখানে আর কারুর প্রবেশ নিষেধ। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে আমরা আদর্শ স্বামী ব'লেই জানি। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটার সঙ্গে যে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এই মিসেস রায় ছ'মাস আগে যখন কলকাতায় আসে, তখন সে ছিল একেবারেই সহায়-সম্পদহীন। কিন্তু রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই সে দু-হাতে টাকা খরচ করতে সুরু করেছে। এখন বালীগঞ্জে তার মস্ত বাড়ী! নিজের মোটরে রোজ বৈকালে হাওয়া খেতে যায়!

ইভা। না, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

মহারাণী। কিন্তু এটা সত্যি কথা, ভাই ইভা! সারা কলকাতা একথা জানে। তাইতো আমি তোমাকে একটা সৎ-পরামর্শ দিতে এলুম। বায়ু পরিবর্ত্তনের ওজরে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে তুমি বাইরে কোথাও চ'লে যাও। আমার যখন প্রথম বিবাহ হয়েছিল, তখন ঐ-রকম ওজরের জোরেই আমার বিদ্রোহী স্বামীকে বাগে আন্‌তে পেরেছিলুম। যদিও আমি বলতে বাধ্য যে, আমার স্বামী কোন স্ত্রীলোকের জন্যে কখনো বেশী টাকা খরচ করেন নি। এদিকে তিনি ভারি হুঁসিয়ার! তিনি—

ইভা। (বাধা দিয়ে) মহারাণীজি, মহারারাণীজি, এ অসম্ভব!

(উঠে দু-পা এগিয়ে গেলেন) আমার বিয়ে হয়েছে মোটে দু'বছর ! আমাদের খোকার বয়স মোটে ছ-মাস।

অন্ত একখানা চেয়ারের উপর গিয়ে ব'সে পড়লেন।

মহারাণী। কি সুন্দর তোমার খোকাটি ! সে ভালো আছে তো ? কিন্তু সে খোকা না হয়ে যদি খুকী হ'ত, আমি হতুম বেশী খুসি। ছেলেরা বড়ই নষ্ট। আমার ছেলে এখনো কলেজ ছাড়েনি, কিন্তু এই বয়সেই একটি গুণধর হয়ে উঠেছেন !

ইভা। পুরুষ মাত্রই কি মন্দ ?

মহারাণী। হ্যাঁ ভাই ইভা, প্রত্যেক পুরুষই মন্দ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেও তারা ভালো হয় না। পুরুষরা বড় জোর বুড়ো হ'তে পারে, কিন্তু কখনই ভালো হ'তে পারে না।

ইভা। জানেন তো মহারাণীজি রাজা আমাকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন ?

মহারাণী। হ্যাঁ, আমাদের সকলেরই বিবাহিত জীবনের প্রথম দৃশ্যটা হয় ঐ-রকমই। আমাদের মহারাজা-বাহাদুরটি বলেছিলেন, আমাকে না পেলে তিনি আত্মহত্যা করবেন ! তাই ভয়ে তাঁকে বিয়ে ক'রে ফেললুম। কিন্তু আমার সঙ্গে বিবাহের পর বছর না ঘুরতেই দেখি, দুনিয়ার যত-রকম রঙের আর যত-রকম পাড়ের আর যত-রকম ফ্যাসানের শাড়ীপরা মেয়ে আছে, তিনি ছুটোছুটি করছেন তাদের সকলের পিছনেই ! দুঃখের কথা বলব কি ভাই ইভা, ফুলশয্যার পরের দিনেই দেখি, তিনি আমার সোমত্ত দাসীর দিকে রসের চোখে চেয়ে ইসারা করছেন ! দাসীকে সেইদিনই আমার বোনের বাড়ীতে

পাঠিয়ে দিলুম, কারণ আমার ভগ্নীপতিটি অন্ধ! (উঠে দাঁড়িয়ে) ভাই ইভা, আজ আবার আর এক জায়গায় যেতে হবে, আমি চললুম। বেশী ভেবে মন-খারাপ কোরো না। রাজাকে নিয়ে কলকাতার বাইরে যাও, তিনি আবার তোমার পাশেই ফিরে আসবেন।

ইভা। কি বললেন? আবার আমার—কাছে—ফিরে আসবেন?

মহারাণী। হ্যাঁ ভাই ইভা, এই স্ত্রীলোকগুলো আমাদের স্বামীদের কেড়ে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু শেষ-রক্ষা করতে পারে না। স্বামীরা ঠিক আবার আমাদের কাছে ফিরে আসেন—অবশ্য, অল্প-সল্প জখম হ'য়ে। কিন্তু তুমি যেন এ নিয়ে গোলমাল কোরো না, পুরুষরা তাতে আরো ক্ষেপে যায়!

ইভা। মহারাণীজি, আমার স্বামীকে এখনো অবিশ্বাস করতে পারছি না।

মহারাণী। ভাই ইভা, তুমি কি লক্ষ্মী মেয়ে! আমিও একদিন তোমারই মত ছিলুম! কিন্তু এখন আমার মতে, পুরুষ-মাত্রই হচ্ছে রাক্ষস। ওদের তুষ্ট করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ভালো ক'রে রেঁধে-বেড়ে ওদের পেট-ভরাবার ব্যবস্থা করা। তা তোমার বাড়ীর রান্নার ব্যবস্থা তো ভালো ব'লেই জানি! ভাই ইভা, তুমি কেঁদে ফেল্‌বে না তো?

ইভা। ভয় নেই মহারাণীজি, আমি কখনো কাঁদি না।

মহারাণী। তাই উচিত। কেঁদে জেতে কুৎসিত মেয়েরা। ভাই ইভা, আর একটি কথা। তোমার আজকের পার্টিতে মিঃ অরুণ বসুকে আস্‌তে অনুরোধ কোরো। অরুণের বাবা এবারের যুদ্ধে কোটিপতি হয়েছেন। অরুণ আর বেণুকা পরস্পরকে অত্যন্ত পছন্দ করে। অরুণ

স্যর বিনয়। রাণীজি! জানতুম, একদিন আপনি বন্ধুর অভাব মনে করবেন! কিন্তু আজ রাত্রেই কেন?

ইভা জবাব না দিয়ে অন্য দিকে গেলেন

রাজা। ইভার কাছে তাহ'লে সব-কথাই খুলে বলতে হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। নইলে এখনি একটা বিষম দৃশ্যের অবতারণা হ'তে পারে......ইভা......

শ্রীধরের প্রবেশ

শ্রীধর। মিসেস্ অশোকা রায় এসেছেন।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ চমকে উঠলেন। মিসেস্ রায় প্রবেশ করলেন। তাঁর সাজসজ্জা অপূর্ব্ব-সুন্দর, অথচ সুসঙ্গত। রাণী ইভা দৃঢ়মুষ্টিতে নিজের ভ্যানিটি-ব্যাগটি চেপে ধরলেন। কিন্তু তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নমস্কার করলেন। মিসেস্ রায় মিষ্ট হাসি হেসে প্রতি-নমস্কার ক'রে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন

স্যর বিনয়। রাণীজি, আপনার হাত থেকে ভ্যানিটি-ব্যাগটি প'ড়ে গেছে যে!

কুড়িয়ে ইভার হাতে দিলেন, ইভা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন

মিসেস্ রায়। (অগ্রসর হয়ে) রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, আপনি কেমন আছেন? কী সুন্দর দেখতে আপনার স্ত্রীকে! ঠিক একখানি ছবি!

রাজা। (নিম্ন স্বরে) এমন বিষম বেপরোয়ার মত এখানে আসা আপনার উচিত হয় নি।

মিসেস্ রায়। (হাসিমুখে) জীবনে এর চেয়ে সুবুদ্ধির কাজ আমি

আর কখনো করিনি। আজ কিন্তু আমার দিকে বিশেষ নজর দিতে ভুলবেন না। মেয়েদের দেখে আমার ভয় হচ্ছে। ওদের কারুর কারুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিন দেখি। পুরুষদের জন্যে ভাবি না, তাদের বশ করতে পারি খুব সহজেই।···কেমন আছেন, কুমার বাহাদুর? আপনি দেখছি আমাকে আজকাল একেবারেই ত্যাগ করেছেন! কাল থেকে আপনার মুখ দেখি নি। সকলের মুখেই শুনি, আপনি নাকি এমনি অবিশ্বাসী!

কুমার। হরি হরি! বলেন কি? মিসেস্ রায়, তাহ'লে আসল কারণটা আপনাকে বুঝিয়ে দি শুনুন—

মিসেস্ রায়। থাক্ কুমার বাহাদুর, থাক্। কারুকে কিছুই বোঝাবার শক্তি আপনার নেই। ওইটুকুই আপনার প্রধান মাধুর্য্য।

কুমার (আনন্দে গদ্গদ হয়ে) মিসেস্ রায়, আমার মধ্যে আপনি যদি মাধুর্য্যই লক্ষ্য ক'রে থাকেন—

দুজনে এগিয়ে গেলেন এবং তারপর চুপিচুপি কথা কইতে লাগলেন।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত অসচ্ছন্দভাবে এদিকে-ওদিকে
ঘুরতে ঘুরতে মিসেস্ অশোকা রায়ের উপরে
বারংবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন

স্যর বিনয়। রাণীজি, আপনাকে কী ম্লান দেখাচ্ছে!

ইভা। ভীরুদের ম্লানই দেখায়।

স্যর বিনয়: মনে হচ্ছে আপনি এখনি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন। চলুন, বাগানে একটু বেড়িয়ে আসি।

ইভা। চলুন।

মিসেস্ রায়। রাণীজি, আপনার বাগানটি কি সুন্দর!

ইভা জবাব না দিয়ে নীরব হাসি হেসে স্বর বিনয়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন

মিঃ রায়চৌধুরী, উনিই কি আপনার খুড়ী মেনকা দেবী নন? ওঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেলে খুসি হব।

সুশীল। (একটু ইতস্তত ক'রে) নিশ্চয়, নিশ্চয়! আসুন।... খুড়ী-মা, ইনি হচ্ছেন মিসেস্ অশোকা রায়।

মিসেস্ রায়। মেনকা দেবী, আপনার দেখা পেয়ে সুখী হলুম। (সোফায় মেনকা দেবীর পাশে ব'সে) মিঃ রায়চৌধুরী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওঁর রাজনৈতিক জীবন উজ্জ্বল! উনি চিন্তা করেন পাকা 'মডারেটে'র মত, কিন্তু কথা বলেন কাঁচা 'এক্স্‌ট্রিমিষ্টে'র মত— এমন লোক উন্নতির শিখরে উঠতে বাধ্য! আর মিঃ রায়চৌধুরীর গল্প করবার শক্তিও কি অসাধারণ! কিন্তু কুসুমপুরের মহারাজার মুখে শুনলুম, উনি অমন চমৎকার গল্প বলতে শিখেছেন ওঁর খুড়ী-মার কাছ থেকেই।

মেনকা দেবী। (গাম্ভীর্য্য ত্যাগ ক'রে হেসে) এই মিষ্টি কথাগুলির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

দুজনে বাক্যালাপ করতে লাগলেন

হেরম্ব। হ্যাঁ হে সুশীল, তোমার খুড়ীর সঙ্গে তুমিই বুঝি মিসেস্ রায়ের পরিচয় করিয়ে দিলে?

সুশীল। উপায় ছিলনা, দিতে বাধ্য হলুম। ঐ স্ত্রীলোকটি সকলকে

দিয়েই নিজের মনের মত কাজ করিয়ে নিতে পারে। কেমন ক'রে, তা জানি না।

হেরম্ব। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ও যেন আবার আমার সঙ্গেও কথা-টথা বলবার চেষ্টা না করে!

নীলিমা দেবীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন

মিসেস্ রায়। আসছে বৃহস্পতিবার? হ্যাঁ মেনকা দেবী, নিশ্চয়ই যাব! (উঠে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের কাছে গিয়ে) এই সব সেকেলে মহিলার সঙ্গে আলাপ জমাতে গেলে গায়ে যেন জ্বর আসে!

নীলিমা। (হেরম্বকে) রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কথা কইছেন ঐ যে একটি চমৎকার পোষাক-পরা মহিলা, কে উনি?

হেরম্ব। ওঁকে আমি একেবারেই চিনি না। চেহারা দেখলে তো মনে হয়, কলেজ-ষ্ট্রীটে ছাপা বটতলার একখানি রাবিস নভেলের 'রাজ-সংস্করণ'—অতি-আধুনিক পাঠকদের মন চাঙ্গা করবার জন্যে তৈরি।

মিসেস্ রায়। রাজা, বেচারা হেরম্ব দত্তের পাশে উনিই বুঝি ওঁর স্ত্রী নীলিমা দেবী? শুনেছি নীলিমা দেবী নাকি তাঁর স্বামীকে একটিবারও চোখের আড়াল করতে চান্ না। তাই আমার সঙ্গে আজ আলাপ করবার জন্যে ওঁর স্বামী-রত্নটিরও বিশেষ আগ্রহ আছে ব'লে মনে হচ্ছে না। মিষ্টার দত্ত বোধ হয় তাঁর স্ত্রীকে ভয়ানক ভয় করেন। রাজা, আমার ইচ্ছে আজ আপনি পিয়ানো বাজাবেন, আর সেই সঙ্গে আমি গাইব গান। (রাজা ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ওষ্ঠ

দংশন করলেন) তাহ'লে আমাদের কুমার বাহাদুর হিংসেয় একেবারে ফেটে পড়বেন।……কুমার বাহাদুর! (কুমার কাছে এগিয়ে এলেন) একটু আগে আপনি বলছিলেন, আপনার পিয়ানোর সঙ্গে আমাকে গান গাইতে হবে, কিন্তু সেটা আর হ'ল না। রাজা বাহাদুর বলছেন, পিয়ানোর ভার গ্রহণ করবেন উনি নিজেই। এটা হচ্ছে ওঁরই বাড়ী, কি ক'রে ওঁর কথা ঠেলি বলুন? যদিও আমি মনে করি, পিয়ানোয় আপনার হাত ভারি মিষ্টি!

কুমার। (হাসিমুখে) মিসেস্ রায়, আপনি কি সত্যিই তাই মনে করেন?

মিসেস্ রায়। নিশ্চয়! আপনার পিয়ানোর সুর শুনতে শুনতে আমি ইহ-জীবনটাই খরচ ক'রে দিতে পারি।

কুমার। (বুকের উপর হাত রেখে) বহুৎ আচ্ছা! ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! আপনাকে দেখলেই দেবীর মতন পূজা করবার সাধ হয়; আপনার তুলনা নেই!

মিসেস্ রায়। কি সুন্দর বক্তৃতাই করলেন! কত খাঁটি, কত সরল! আমি পছন্দ করি এই ধরণের বক্তৃতাই! আচ্ছা, আমার হাতের এই ফুলটি আপনিই উপহার গ্রহণ করুন! (রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের হাত ধ'রে কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে, মিষ্টার হেরম্ব দত্তের প্রতি) ও, মিষ্টার দত্ত যে! কেমন আছেন? আপনি তিনদিন আমার বাড়ীতে গিয়েও আমার দেখা পান্‌নি ব'লে আমি অত্যন্ত দুঃখিত! আমি বাড়ীতে ছিলুম না। আচ্ছা, আস্‌ছে শুক্রবারে আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

হেরম্ব। (একেবারে নির্ব্বিকার ভাবে) আমার সৌভাগ্য!

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

নীলিমা দেবী ক্রুদ্ধ ও প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন,
রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে মিসেস্ রায় ঘরের বাইরে
চ'লে গেলেন এবং কুমার চন্দ্রনাথ চললেন
তাঁদের পিছনে পিছনে

নীলিমা। (স্বামীকে) ওঃ, তুমি কি অসম্ভব দুরাত্মা! তোমার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এই না তুমি বললে ওকে একেবারেই চেনো না? অথচ তুমি নাকি ওর বাড়ীতে তিন দিন গিয়েও দেখা পাওনি? আবার, তুমি নাকি ওর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাবে? আচ্ছা, গিয়েই দেখ না, তারপর কি হয়!

হেরম্ব। পাগল! ওর নিমন্ত্রণ আমি রাখব? স্বপ্নেও অত আশ্চর্য্য কথা ভাবতে পারি না।

নীলিমা। ওর নাম পর্য্যন্ত এখনো তুমি আমাকে বলোনি। কে ও?

হেরম্ব। (কাশতে কাশতে ও মাথার চুল গুছোতে গুছোতে) শুনেছি ওর নাম নাকি মিসেস্ অশোকা রায়।

নীলিমা। ও..., সেই স্ত্রীলোকটা?

হেরম্ব। হ্যাঁ, তাইতো সবাই বলে।

নীলিমা। তাই নাকি, তাই নাকি? মজার কথা—মজার কথা! তাহ'লে তো ওকে আর একবার ভালো ক'রে দেখতে হচ্ছে! (উঠে দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে) আমি ওর বিষয়ে নানান্ কথাই শুনেছি। লোকে বলে, ওর জন্যে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে। আর রাণী ইভা—যাঁর সুনাম প্রত্যেকের মুখে মুখে, তিনিই কিনা ওকে নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনেছেন নিজের

বাড়ীতে! মরি, মরি! তাহ'লে তুমিও ওখানে যাচ্ছ শুক্রবারে পাত্‌ পাত্‌তে?

হেরম্ব। আমি যাব, না ঘোড়ার ডিম! কেন যাব?

নীলিমা। কেন? আর একটি বিবাহবন্ধন-চ্ছেদের মামলা আনবার জন্যে!

মিঃ হেরম্ব দত্ত ও নীলিমা দেবী বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং রাণী ইভা ও স্যর বিনয় বাগান থেকে ঘরের ভিতরে এসে ঢুক্‌লেন

ইভা। হ্যাঁ। ওর এখানে আসাটা হচ্ছে অসহনীয়, ধারণাতীত! বৈকালে চা-পানের ঘরে আপনি যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এখন আমি সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু তখনি কথাটা স্পষ্ট ক'রে বলেন নি কেন? আপনার বলা উচিত ছিল!

স্যর বিনয়। আমি বলতে পারি নি। কোন পুরুষ আর কোন পুরুষ সম্বন্ধে এমন-সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলতে পারে না। তখন যদি জানতুম রাজা আপনার দোহাই দিয়ে মিসেস্‌ রায়কে এখানে ডেকে আনবেন, তাহ'লে হয়তো সব কথাই বলতে বাধ্য হতুম। অন্ততঃ, রাজা তাহলে আজ আপনাকে এত-বড় অপমানটা করতে পারতেন না।

ইভা। হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই ঐ স্ত্রীলোকটাকে নিমন্ত্রণ করিনি। আমার স্বামী আমাকে বাধ্য করলেন, আমার মিনতির—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। হা ভগবান! আমার কাছে এ-বাড়ী আজ নরকের মত। আমি ঐ স্ত্রীলোকটার গান শুন্‌তে পাচ্ছি—ওর সঙ্গে পিয়ানো বাজাচ্ছেন আমার স্বামী! আমাকে এ-ভাবে অপমানিত করবার

কি অধিকার ওঁর আছে? আমি ওঁকে সমস্ত জীবন দান করেছি। উনি তা গ্রহণ করেছেন—ব্যবহার করেছেন—কলঙ্কিত করেছেন। আজ নিজেকেই আমার নিজের চোখে ঘৃণিত ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছু বলবার সাহস আমার নেই।

সোফার উপরে হতাশ হয়ে ব'সে পড়লেন

স্তর বিনয়। আপনার পক্ষে এ-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বাস করা অসম্ভব। এঁর সঙ্গে কি-ভাবে আপনি জীবন-যাপন করতে পারেন? পদে-পদে, মুহূর্তে মুহূর্তে আপনার মনে হবে যে, উনি যা বলছেন সব মিছে কথা। আপনার মনে হবে ওঁর চোখের দৃষ্টি মিথ্যা, ওঁর কণ্ঠের স্বর মিথ্যা, ওঁর হাতের স্পর্শ মিথ্যা, ওঁর সমস্ত আবেগ মিথ্যা। বাইরে গিয়ে উনি যখন শ্রান্ত হয়ে পড়বেন, তখন উনি ফিরে আসবেন আপনার কাছে—তখন আপনাকেই দিতে হবে সান্ত্বনা! বাইরে আর একজনের পায়ে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়ে উনি ফিরে আসবেন আপনার কাছে—তখন আপনাকেই করতে হবে ওঁকে মুগ্ধ। আপনাকে হ'তে হবে ওঁর কালো জীবনের আলো-মাখা মুখোস—ভালো ক'রে ওঁর গুপ্তকথা ঢেকে রাখবার জন্যে।

ইভা। ঠিক বলেছেন—একেবারে ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু কী করতে পারি? আপনি বলেছেন, আপনিই হবেন আমার বন্ধু! স্তর বিনয়—বলুন, আমার কি করা উচিত? বন্ধু যদি হ'তে চান্, আজই আমার বন্ধু হোন্।

স্তর বিনয়। পুরুষ আর নারীর মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব। পুরুষ

আর নারীর মধ্যে আছে আবেগ, শত্রুতা, শ্রদ্ধা, প্রেম, কিন্তু সেখানে নেই বন্ধুত্ব। আমি তোমাকে ভালোবাসি—

ইভা। না, না, না!

উঠে দাঁড়ালেন

স্যর বিনয়। হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালোবাসি! তুমি আমার কাছে পৃথিবীর যা-কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ! তোমার স্বামী কী দেন তোমাকে? কিছু না, কিছু না! তাঁর মধ্যে যা-কিছু আছে, সমস্তই গ্রহণ করে এই দুষ্ট স্ত্রীলোকটা—যাকে আজ তিনি নিক্ষেপ করেছেন তোমার সমাজে, তোমার নিজের বাড়ীতে, পৃথিবীর সামনে তোমার মুখ পুড়িয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু আমার সমস্ত জীবন আমি আজ তোমাকেই নিবেদন করছি—

ইভা। স্যর বিনয়!

স্যর বিনয়। আমার জীবন—আমার সমস্ত জীবন! গ্রহণ করো, একে নিয়ে যা-খুসি করো। আমি তোমাকে ভালোবাসি—এত ভালোবাসি যে আর-কোন জীবন্ত বস্তুকে তত ভালোবাসিনি। যে-মুহূর্ত্ত থেকে তোমাকে দেখেছি, তখন থেকেই তোমাকে আমি ভালোবেসেছি—হ্যাঁ, ভালোবেসেছি তোমাকে অন্ধের মত, ভক্তের মত, উন্মত্তের মত! আগে তুমি জানতে না—আজ কিন্তু জানলে! এখনি এই বাড়ী ছেড়ে চলো! পৃথিবী কিছু নয়, পৃথিবীর প্রতিবাদ কিছু নয়, সমাজের ধিক্কার কিছু নয়—এ-কথা তোমাকে আমি বলব না, কারণ পৃথিবী আর সমাজকে অবহেলা করা চলে না—অবহেলা করা অসম্ভব! কিন্তু মানুষের জীবনে এমন-সব মুহূর্ত্ত আসে যখন তাকে ভাবতে হয়, নিজের জীবনকে সে পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম ভাবে ভোগ

করবে, না মিথ্যা, অগভীর, অপমানকর অস্তিত্বের মাঝখানে আত্ম-দান করবে—পৃথিবীর মিথ্যা দাবি মেটাবার জন্যে। আজ তোমার জীবনে সেই মুহূর্ত্ত এসেছে। কী করবে তুমি? বল প্রিয়তমে, কী করতে চাও তুমি?

ইভা। (স্যর বিনয়ের কাছ থেকে ধীরে ধীরে স'রে যেতে যেতে এবং তাঁর মুখের পানে সচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে) আমার সাহস নেই।

স্যর বিনয়। (ইভার সঙ্গে সঙ্গে এগুতে এগুতে) হ্যাঁ, সাহস আছে তোমার! প্রথম ছ-মাস কাটবে হয়তো যন্ত্রণার—এমন কি লাঞ্ছনার ভিতর দিয়েও; তারপর যখন তোমার স্বামীর পদবী ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করবে আমার পদবী, তখনই হবে সমস্ত দুঃখ-দুশ্চিন্তার অবসান। ইভা, একদিন তুমি আমার স্ত্রী হবে—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। এ-কথা তুমি জানো! এখন তুমি কিছুই নও! তোমার নিজের আসন দখল করেছে এই স্ত্রীলোকটা। তবে কিসের সঙ্কোচ? হাস্‌তে হাস্‌তে সপ্রতিভ চোখে, মাথা উঁচু ক'রে বেরিয়ে চল এই বাড়ী থেকে। সারা কলকাতা জানবে, কেন তুমি এ-কাজ করেছ। তখন আর কে তোমাকে দুষবে? কেউ না, কেউ না! আর যদিই বা দোষ দেয়, তাতেই বা কি?

ইভা। আমাকে ভাবতে দিন! আমাকে অপেক্ষা করতে দিন! স্বামী আবার হয়তো আমার কাছে ফিরে আস্‌বেন।

সোফার উপর ব'সে পড়লেন

স্যর বিনয়। তিনি ফিরে এলেই তুমি আবার তাঁকে গ্রহণ করবে? ও, যা ভেবেছিলুম তুমি তা নও দেখছি। তুমিও ঠিক আর-পাঁচজন

নারীর মতই। এক হপ্তা পরেই দেখব, তুমি এই স্ত্রীলোকটারই হাত ধ'রে বাগানে বেড়াতে বেরিয়েছ। সে হবে তোমার নিত্যকার অতিথি —প্রিয়তম বন্ধু। এক আঘাতে তুমি এই সৃষ্টিছাড়া বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলতে চাও না, মাথা পেতে সমস্ত সহ্য করতে চাও। তুমি ঠিক বলেছ। তোমার কোন সাহস নেই।

ইভা। আমাকে ভাববার সময় দিন। এখন আমি আপনার কথার উত্তর দিতে পারব না।

সঙ্কুচিত ভাবে কপালের উপরে হস্তচালনা করতে লাগলেন

স্যর বিনয়। উত্তর এখনি চাই। হয় এখন, নয় কখনো নয়!

ইভা। (সোফা থেকে উঠতে উঠতে) তাহ'লে কখনো নয়!

দু-এক মুহূর্ত্তের স্তব্ধতা

স্যর বিনয়। তুমি আমার হৃদয় ভেঙে দিচ্ছ।

ইভা। আমার হৃদয় আগেই ভেঙে গিয়েছে।

দু'এক মুহূর্ত্তের স্তব্ধতা

স্যর বিনয়! কাল সকালেই দেশ ছেড়ে আমি চ'লে যাচ্ছি। আর কখনো আমি তোমাকে দেখতে পাব না। তুমিও দেখতে পাবে না আমাকে। আমাদের জীবনে জীবনে মিলন হ'ল কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্যে—আমাদের আত্মা লাভ করলে পরস্পরের ক্ষণিক স্পর্শ। তারা কেউ আর কারুর স্পর্শ পাবে না। বিদায়, ইভা!

প্রস্থান

ইভা। জীবনে আজ আমি কী একলা!

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

দূরে অন্য ঘরের ভিতর থেকে এতক্ষণ গান বাজনার ধ্বনি ভেসে আসছিল, এখন সব থেমে গেল। পীতমপুরের মহারাণী একজন পুরুষ-অতিথির সঙ্গে কথা কইতে কইতে ও হাসতে হাসতে প্রবেশ করলেন। অন্যান্য অতিথিরাও একে একে আসতে লাগলেন

মহারাণী। ভাই ইভা, এতক্ষণ আমি মিসেস্ রায়ের সঙ্গে ভারি মিষ্টি গল্প করছিলুম! আজ বৈকালে তাঁকে নিয়ে যে-সব কথা বলেছিলুম, তার জন্যে আমি লজ্জিত। আর তুমি যখন তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছ, তখন নিশ্চয় তাঁর কোন ত্রুটিই থাকতে পারে না। ভারি চমৎকার মেয়ে, কথাবার্তাও বলেন ভারি বুদ্ধিমতীর মত! বললেন, মেয়েদের দ্বিতীয়বার বিবাহ করা উচিত নয়। শুনে আমার ভাই চন্দ্রনাথের বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। লোকে যে কেন মিসেস্ রায়ের নিন্দে করে, তা বুঝতে পারি না। তবু আমাকে কলকাতা ছাড়তে হবে দেখছি। মিসেস্ রায়, নিজের অজান্তেই আগুনের মতন আকর্ষণ করেন পতঙ্গকে। এখানে থাকলে আমার স্বামীটিকে বোধ হয় আর সামলাতে পারব না।

প্রস্থান

মোহিনী। ভাই ইভা, যে সুন্দরী মেয়েটি তোমার স্বামীর কাছে ব'সেছিলেন, তাঁর গানের গলা কি মিষ্টি! আমি যদি তুমি হতুম, তাহ'লে আমার কি হিংসেই হ'ত। ঐ মহিলাটি কি তোমার বিশেষ বন্ধু?

ইভা। না।

মোহিনী। তাই নাকি! আচ্ছা ভাই, আসি—

প্রস্থান

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

হেরম্ব। ইভা দেবী হচ্ছেন বুদ্ধিমতী নারী! অধিকাংশ নারীই মিসেস্ রায়কে নিমন্ত্রণ করতে নারাজ হতেন। কিন্তু রাণী ইভার সেই অসাধারণতা আছে, যাকে আমরা বলি সাধারণ বুদ্ধি।

সুশীল। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকেও বাহাদুর বলতে হবে।

হেরম্ব। হ্যাঁ। আমাদের রাজা-বাহাদুরটি প্রায় অতি-আধুনিক হয়ে উঠেছেন। এটা কখনো ভাবতে পারিনি।

ইভাকে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেলেন

মেনকা। আজ তাহ'লে আসি, রাণীজি! মিসেস্ রায় কি খাসা মানুষ! বেস্পতিবারে আমার বাড়ীতে তাঁর নিমন্ত্রণ, তুমিও আসতে পারবে কি?

ইভা। মাপ করবেন। সেদিন আমার অন্য কাজ আছে।

মেনকা দেবী এবং আরো কোন কোন অতিথি একে একে বিদায় নিলেন বা অন্য ঘরে চলে গেলেন

মিসেস্ অশোকা রায় এবং রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

মিসেস্ রায়। আজকের এই আনন্দ-সভা ভালো লাগল। আমার পুরানো দিনের কথা মনে হচ্ছে। (সোফার উপরে বসলেন) দেখছি সেদিনের মত আজও সমাজে নির্বোধের অভাব নেই। বিশ বছরেও কিছুই বদলায় নি দেখে খুসি হয়েছি।

সুশীল রায়-চৌধুরী ও অন্যান্য অতিথিদের প্রস্থান। ইভা দূরে দাঁড়িয়ে ঘৃণা ও যাতনা মাখা মুখে মিসেস্ রায় ও তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তাঁরা তাঁর উপস্থিতি টের পেলেন না।

মিসেস্ রায়। কুমার বাহাদুর কাল দুপুরে আমার বাড়ীতে যাবেন।

তিনি আজ্‌কেই তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের দিনটা ঠিক ক'রে ফেলতে চাইছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, কাল দুপুরের আগে পাকা জবাব দিতে পারব না। বাইরে থেকে কুমার বাহাদুর মানুষ মন্দ নন্‌, আর তাঁর স্ত্রী-হিসাবে আমিও নিতান্ত মন্দ হব ব'লে মনে হচ্ছে না। রাজা, এই ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য চাই।

রাজা। আমায় কি করতে বলেন? কুমার বাহাদুরের উৎসাহ-বর্দ্ধন?

মিসেস্‌ রায়। না, না! উৎসাহ-বর্দ্ধনের ভার নেব আমি। তোমার কাছ থেকে চাই আমি অর্থ-সাহায্য।

রাজা। (ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে) আপনি কি এই-সব কথা কইবার জন্যেই আজ এখানে এসেছেন?

মিসেস্‌ রায়। হ্যাঁ।

রাজা। (অধীরভাবে) ও-সব কথা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করব না।

মিসেস্‌ রায়। (হাস্‌তে হাস্‌তে) তবে বাগানে চল। চারিদিকে রঙিন্‌ ফুল দিয়ে চিত্রিত সবুজের শোভা—সে-এক কবিত্বপূর্ণ আবহ! এমন আবহের ভিতরে গিয়ে নারীরা সব-ব্যাপারেই সফল হয়।

রাজা। এ-সব কথা কাল হ'লে চলে না?

মিসেস্‌ রায়। কাল দুপুরেই তো আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাবে। তার আগেই কুমার বাহাদুরকে যদি বলি যে—আচ্ছা, কি বলি বলো তো? বলব কি, আমি আমার কোন আত্মীয়ের, বা আমার দ্বিতীয় স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী? আমার আয় মাসে দু-হাজার টাকা? তাহ'লে কি এ-বিবাহের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়ে উঠবে না? বল রাজা, তোমার মত কি? আমার মাসিক আয় কত হবে? দু-

হাজার? না, আরো কিছু বেশী? আধুনিক জীবন মাত্রাধিক্যই ভালোবাসে। আরো কিছু বেশী হ'লেও মন্দ হবে না। নরেন, তোমার কি মনে হয় না, এ পৃথিবীটা হচ্ছে মজার ঠাঁই? আমার কিন্তু মনে হয়···না, চল, বাগানে যাই।

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাহির থেকে ভেসে এল সঙ্গীতের ধ্বনি

(নেপথ্য-সঙ্গীত)

চাই যে কারে, চাই যে কারে,
একলা আমি খুঁজে বেড়াই সাত-ভুবনের দ্বারে দ্বারে।
ভোরের তপন যখন ওঠে,
চাঁদের লিখন যখন ফোটে,
আলাভোলা মন যে ছোটে কোন্ অরূপের অভিসারে।

গগন কাঁদে—'কোথায় আমার হারা-তারার ছন্দ?'
পবন কাঁদে—'কে নিল মোর ঝরা-ফুলের গন্ধ?'
হৃদয় কাঁদে যাহার লাগি—
কোথায় সে মোর অনুরাগী?
অদেখা তার কণ্ঠখানি সাজিয়ে দেব অশ্রুহারে!

ইভা। আর এ-বাড়ীতে থাকা অসম্ভব। আজ একজন আমার কাছে চেয়েছিলেন জীবন-মন সমর্পণ করতে, কিন্তু আমি করেছি তাঁকে

প্রত্যাখ্যান! অন্যায় করেছি, বোকামি করেছি! এবারে আমিই করব তাঁর কাছে জীবন-মন সমর্পণ! যাব, আমি তাঁর কাছেই যাব!

তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর আবার ফিরে এলেন। টেবিলের ধারে ব'সে একখানি চিঠি লিখলেন এবং চিঠিখানা খামে পুরে টেবিলের উপরেই রেখে দিলেন

রাজা কোনদিনই আমাকে বুঝতে পারেন নি। এই চিঠিখানা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। তিনি তাঁর নিজের জীবন নিয়ে যা-কিছু করতে পারেন। আমিও নিজের জীবন নিয়ে যা উচিত বুঝব তাই করব। আমাদের বিবাহের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেছেন রাজা নিজের হাতেই —সেজন্যে আমি দায়ী নই। আমি ছিঁড়লুম কেবল দাসত্বের বন্ধন।

প্রস্থান

একদিক দিয়ে শ্রীধরের প্রবেশ এবং অন্যদিক দিয়ে প্রবেশ করলেন মিসেস্ অশোকা রায়

মিসেস্ রায়। রাণীজি কোথায়?

শ্রীধর। এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন?

মিসেস্ রায়। বেরিয়ে গেলেন? কোথায়? বাগানে?

শ্রীধর। না, তিনি বাড়ীর বাইরে চ'লে গেলেন।

মিসেস রায়। (চমকে শ্রীধরের মুখের দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে) বাড়ীর বাইরে? আজকের দিনে বাড়ীর বাইরে!

শ্রীধর। আজ্ঞে হ্যাঁ। রাণীজি যাবার সময় আমাকে ব'লে গেলেন, টেবিলের ওপরে রাজাবাহাদুরের জন্যে একখানা চিঠি আছে।

মিসেস রায়। রাজাবাহাদুরের চিঠি?

শ্রীধর। আজ্ঞে হ্যাঁ!

মিসেস্ রায়। আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

শ্রীধরের প্রস্থান

দূর থেকে যন্ত্র-সঙ্গীতের ধ্বনি ভেসে আসছিল, এখন থেমে গেল

বাড়ীর বাইরে গিয়েছে! যাবার সময় চিঠি লিখে রেখে গেছে স্বামীর জন্যে? (টেবিলের কাছে গিয়ে চিঠিখানা তুলে নিলেন, তারপর সভয়ে কেঁপে উঠে আবার চিঠিখানা টেবিলের উপরে রেখে দিলেন।) না, না! অসম্ভব! জীবনের দুর্ভাগ্য এমনভাবে পুনরুক্তি করতে পারে না! হায়! কেন আমার এখানে আসবার খেয়াল হ'ল? জীবনের যে-মুহূর্ত্তকে ভুলতে চাই, কেন আমি আবার তাকে স্মরণ করছি? (চিঠিখানা তুলে নিয়ে, ছিঁড়ে পড়লেন, তারপর যন্ত্রণাবিকৃত-মুখে একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে পড়লেন।) হা ভগবান, কি ভয়ানক—কি ভয়ানক! বিশ বছর আগে ইভার বাবাকে আমি যে ঠিক এই কথাগুলোই লিখে গিয়েছিলুম। আর তার জন্যে কি শাস্তিই না আমি পেয়েছি! না, না, আমার সত্যকার শাস্তির দিন হচ্ছে আজকের রাত্রি।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

রাজা। আপনি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন?

কাছে এগিয়ে গেলেন

মিসেস্ রায়। (চিঠিখানা পাকিয়ে মুঠোর ভিতরে চেপে ধ'রে) হ্যাঁ।

রাজা। ইভা কোথায়?

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

মিসেস্ রায়। সে ভারি শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। মাথা-ধরেছে ব'লে শুতে গিয়েছে।

রাজা। (ব্যস্ত হয়ে) মাপ করবেন, আমাকে এখনি ইভার কাছে যেতে হবে।

মিসেস্ রায়। (তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে) না নরেন, না! বাড়ীতে ত এখনো অতিথিরা খাওয়া-দাওয়া করছেন। ইভা ব'লে গেছে, তার হয়ে তুমি যেন তাঁদের দেখাশোনা করো। সে চায় না, আজ আর কেউ তাকে বিরক্ত করে। (হাত থেকে চিঠিখানা প'ড়ে গেল) তোমাকে এই সব কথা বলবার জন্য সে ব'লে গিয়েছে।

রাজা। (চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে) আপনার হাত থেকে কি প'ড়ে গেল।

মিসেস্ রায়। (চিঠিখানা নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওখানা আমারই।

রাজা। (চিঠির দিকে তাকিয়ে) কিন্তু এ যে দেখছি ইভার হাতের লেখা?

মিসেস্ রায়। (চিঠিখানা টেনে নিয়ে) হ্যাঁ, এটা হচ্ছে—একটা ঠিকানা। নরেন, আমার গাড়ীখানা আনতে বলবে কি?

রাজা। নিশ্চয়ই!

বেরিয়ে গেলেন

মিসেস্ রায়। কি করি? কি করি? আমি আজ যে উত্তেজনা অনুভব করছি, এমন আর কখনো করিনি। এর মানে কি? মেয়ে নিশ্চয় তার মায়ের মতন হবে না—তাহ'লে যে সর্ব্বনাশ হবে! আমি কি

ক'রে তাকে বাঁচাব? আমি কেমন ক'রে আমার মেয়েকে রক্ষা করব? এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে তার সমস্ত জীবন! এ সত্য আমার চেয়ে ভালো ক'রে আর কে জানে? যেমন ক'রে হোক্, রাজাকে এখনি বাড়ীর বাইরে পাঠিয়ে দিতেই হবে। (একদিকে এগিয়ে গেলেন) কিন্তু কেমন ক'রে তা হবে? (আর একদিকে চেয়ে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) আঃ, বাঁচলুম।

হাতে একটি ফুলের তোড়া নিয়ে কুমার চন্দ্রনাথের প্রবেশ

কুমার! প্রিয় মিসেস্ রায়, দোটানায় প'ড়ে প্রাণ যে যায়! আজকেই কি উত্তরটা পেতে পারি না?

মিসেস্ রায়। কুমার বাহাদুর, আমার কথা শুনুন। আপনাদের একটা ক্লাব আছে না?

কুমার। হরি, হরি! আছেই তো! বহুৎ আচ্ছা ক্লাব!

মিসেস্ রায়। কুমার বাহাদুর, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে আপনাকে এখনি সেই ক্লাবে যেতে হবে। আর রাজাকে সেইখানে বসিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ পারেন। বুঝেছেন?

কুমার। হরি, হরি! এই যে একটু আগেই বলছিলেন, রাত্রে বেশীক্ষণ আমার বাইরে থাকা আপনি পছন্দ করেন না?

মিসেস্ রায়! (অধীর ভাবে) যা বলি তাই করুন—যা বলি তাই করুন!

কুমার। আমার পুরস্কার!

মিসেস্ রায়। আপনার পুরস্কার? আপনার পুরস্কার? আচ্ছা, পুরস্কার পাবেন কাল্‌কেই। কিন্তু আজ রাত্রে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে

একবারও চোখের বাইরে যেতে দেবেন না। তা যদি না করেন তাহ'লে আমি কখনো আপনাকে ক্ষমা করব না। তাহ'লে আর কখনো আপনার সঙ্গে কথা কইব না। আর কখনো আপনার সম্পর্কে আমি আসব না। মনে রাখবেন, রাজাকে বসিয়ে রাখতে হবে ক্লাবের মধ্যে, আর আজ কিছুতেই তাকে বাড়ীতে ফিরতে দেবেন না।

দ্রুতপদে প্রস্থান

কুমার। হরি, হরি—বহুৎ আচ্ছা! আমি মিসেস্ রায়ের স্বামী হ'ব কি—এর মধ্যেই দস্তুরমত স্বামী হয়ে পড়েছি।

মিসেস্ রায়ের পিছনে পিছনে অগ্রসর হলেন হতভম্বের মত



তৃতীয় অঙ্ক

স্যর বিনয়ের বাড়ীর একটি ঘর। সামনের দিকে একখানা বৃহৎ সোফা। পিছনদিকে ঘরের ঠিক মাঝখানেই পর্দ্দা-ঢাকা একটি বড় জানলা। দু-পাশে ডাইনে ও বামে দরজা। ডানদিকে একটি লেখবার টেবিল। মাঝখানে একটি টেবিলের উপর রয়েছে সুরার 'ডিক্যাণ্টার' ও কাঁচের গেলাস প্রভৃতি। বাম-দিকের একটি ছোট টেবিলের উপরে সিগার ও সিগারেটের বাক্স প্রভৃতি। এদিকে ওদিকেও খানকয় চেয়ার।

ইভা। (ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে) এখনো তিনি এলেন না কেন? এমনভাবে অপেক্ষা করা হচ্ছে ভয়াবহ। আমি শীতার্ত্ত—সূর্য্যহারা সূর্য্যমুখীর মতন শীতার্ত্ত! তিনি আসুন—তাঁর উত্তপ্ত আবেগ দিয়ে আমার প্রাণের আগুন জ্বালিয়ে তুলুন……এতক্ষণে রাজা নিশ্চয়ই আমার চিঠি পড়েছেন। আমার জন্যে তাঁর একটুও সহানুভূতি থাক্‌লে এতক্ষণে তিনি আমার খোঁজে এখানে আসতেন, আমাকে আবার টেনে নিয়ে যেতেন জোর ক'রে। কিন্তু তিনি তো তা চান না! তিনি যে এখন ঐ স্ত্রীলোকটার গোলাম হয়ে পড়েছেন! সুচরিতারা পুরুষদের দেবতা ক'রে তোলে, তাই তারা তাদের ত্যাগ করে চ'লে যায় পায়ে দ'লে। ভ্রষ্টারা পুরুষদের ক'রে তোলে পশু, আর তাই তারা বিশ্বস্ত পালিত পশুর মতনই তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে ফেরে। জীবন কি কুৎসিত!… হা ভগবান! নিশ্চয় আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, নইলে এখানে আসতুম না। যাঁর কাছে এসেছি, যাঁর কাছে জীবন সমর্পণ করতে চাই,

তিনি কি চিরদিন আমাকে ভালোবাসতে পারবেন? এই ওষ্ঠ—যার উপরে আনন্দের রং নেই, এই দৃষ্টি—অশ্রুধারায় যার মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এই শীতার্ত্ত আর ভগ্ন হৃদয়—আমি যে লোভনীয় কিছুই আন্‌তে পারিনি! এখান থেকে আবার আমাকে পালিয়ে যেতে হবে—না, না, আর ফিরে যাওয়া অসম্ভব, যে চিঠি লিখে এসেছি তারপর আর ফিরে যাওয়া চলে না—রাজাও আর আমাকে গ্রহণ করবেন না! তার চেয়ে স্যর বিনয়ের সঙ্গে দেশ ছেড়ে চ'লে যাওয়াই ভালো। (কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তারপর হঠাৎ সচমকে দাঁড়িয়ে উঠে) না, না! আমি ফিরেই যাব, রাজা আমাকে নিয়ে যা খুসি করুন। আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। (দু-পা এগিয়ে) কী সর্ব্বনাশ! ঐ যে কার পায়ের শব্দ শুন্‌ছি। এখন কি করি? তাঁকে কি বলব? তিনি কি আর আমাকে ফিরে যেতে দেবেন?……ভগবান!

দু-হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন

মিসেস্ অশোকা রায়ের প্রবেশ

মিসেস্ রায়। রাণী ইভা! (ইভা চম্‌কে মুখ তুলে দেখলেন। তারপর ঘৃণায় মুখ বিকৃত ক'রে দু-পা পিছিয়ে গেলেন) ধন্য ঈশ্বর, ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। রাণী ইভা, স্বামীর কাছে আপনাকে এখনি ফিরে যেতে হবে।

ইভা। যেতে হবে? তাই নাকি?

মিসেস্ রায়। (হুকুমের স্বরে) হ্যাঁ, যেতে হবে! আর এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করা চলবে না। স্যর বিনয় যে-কোনো মুহূর্ত্তে এসে পড়তে পারেন।

ইভার দিকে এগিয়ে গেলেন

ইভা। আমার কাছে আসবেন না!

মিসেস্ রায়। আপনি অতল পাতালের ধারে এসে পড়েছেন, এখনি এ-বাড়ী ছেড়ে চ'লুন! দরজায় আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আসুন আমার সঙ্গে।

ইভা একখানা সোফার উপরে ভালো ক'রে বসলেন। তাঁর মুখে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ভাব

আপনি যে আবার ব'সে পড়লেন?

ইভা। মিসেস্ রায়, আপনি যদি এখানে না আসতেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই আমি ফিরে যেতুম! কিন্তু আপনাকে যখন চোখের সামনে দেখছি, তখন সমস্ত পৃথিবী এখান থেকে আমাকে আর এক পা নড়াতে পারবে না। আপনাকে দেখলে আমার ভয় হয়: আপনাকে দেখলে রাগে আমি পাগল হয়ে যাই! বুঝেছি, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে রাজাই আপনাকে পাঠিয়েছেন, আমাকে সামনে রেখে পৃথিবীর চোখে ধুলো দেবার জন্যে!

মিসেস্ রায়। ছি, ছি! অমন কথা বলবেন না—অমন কথা মুখেও আনবেন না!

ইভা। আমার স্বামীর কাছে ফিরে যান্ মিসেস্ রায়! আমার স্বামী হচ্ছেন আপনার নিজস্ব, আমার নন্। বোধ হয় তিনি এই কেলেঙ্কারি ঢাকা দিতে চান্। পুরুষরা এম্‌নি কাপুরুষ! তারা পৃথিবীর সমস্ত আইন ভাঙবে, অথচ ভয় করবে পৃথিবীর জিহ্বাকে! আমার স্বামীকে গিয়ে বলুন, প্রস্তুত হয়ে থাকতে। একটা কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হবেই। আমার আর তাঁর নাম ছাপা হবে যত সব নীচ খবরের কাগজে!

মিসেস্ রায়। না—না—

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

ইভা! হ্যাঁ, হ্যাঁ। তিনি নিজে এলে আমি ফিরে যেতুম—হ্যাঁ, ফিরে যেতুম, আপনারা আমার জন্যে যে নরক তৈরি ক'রে রেখেছেন তার মধ্যেই। কিন্তু তিনি নিজে এলেন না, পাঠিয়ে দিলেন কিনা আপনাকেই দূতী ক'রে? উঃ! কি জঘন্য কথা!

মিসেস্ রায়। রাণী ইভা, আপনি আমার আর আপনার স্বামীর উপরে বিষম অবিচার করছেন। রাজা জানেন না, আপনি এখানে—রাজা জানেন আপনি আছেন নিজের বাড়ীর ভিতরেই। তিনি জানেন, আপনি নিজের ঘরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনি যে চিঠি লিখেছেন তিনি তা এখনও পড়েন নি।

ইভা। এখনো পড়েন নি!

মিসেস্ রায়। না—তিনি চিঠির কথা কিছুই জানেন না।

ইভা। আপনি আমাকে কি নির্বোধই মনে করছেন! (তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে) আপনি মিছে কথা বলছেন।

মিসেস্ রায়। (কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে) না, আমি সত্য কথাই বলছি।

ইভা। আমার স্বামী যদি সে চিঠি না প'ড়েই থাকবেন, তাহ'লে কেমন ক'রে আপনি এখানে এলেন? কে বললে আপনাকে, আমি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছি? কে বল্লে আপনাকে, আমি এখানে এসেছি? আমার স্বামীই বলেছেন, আর আমাকে ভুলিয়ে ফিরে নিয়ে যাবার জন্যে আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পিছন ফিরে দাঁড়ালেন

মিসেস্ রায়। আপনার স্বামী সে-চিঠি দেখেন নি। সে-চিঠি আমি দেখেছি, আমি খুলেছি, আমি পড়েছি।

ইভা। (সামনের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে) যে-চিঠি আমি লিখেছি আমার স্বামীকে, সেই চিঠি আপনি খুলে দেখেছেন? এত সাহস আপনার!

মিসেস্ রায়। সাহস! আপনাকে পাতাল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে পৃথিবীতে যা-কিছু করবার সাহস আমার আছে। এই সেই চিঠি। আপনার স্বামী এখনো এখানা পড়েন নি। কখনো তিনি পড়বার সুযোগও পাবেন না।

চিঠিখানা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন

ইভা। (চক্ষে ও কণ্ঠে অসীম ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে) ওখানা যে আমারই চিঠি, কেমন ক'রে তা বুঝব? আপনি কি শিশুকে ভোলাতে এসেছেন ?

মিসেস্ রায়। কি দুর্ভাগ্য! আমার সমস্ত কথাই কেন আপনি অবিশ্বাস করছেন? আপনাকে রক্ষা করা ছাড়া, আপনার একটা কুৎসিত ভ্রম সংশোধন করা ছাড়া, আমার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এ-চিঠি আপনারই, শপথ ক'রে বলছি!

ইভা। (ধীরে ধীরে) আমি দেখবার আগেই চিঠিখানা আপনি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি না। আপনার সারা জীবনই হচ্ছে মিথ্যায় পরিপূর্ণ। কোন বিষয়ে সত্য বলবার শক্তি কেমন ক'রে আপনার হবে?

মিসেস্ রায়। (দ্রুত স্বরে) আমাকে আপনি যা খুসি ভাবুন— যা খুসি বলুন, কিন্তু ফিরে যান, ফিরে যান আপনার স্বামীর কাছে —যে-স্বামীকে আপনি ভালোবাসেন।

ইভা। (অবহেলা ভরে) আমি তাঁকে ভালোবাসি না।

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ, আপনি বাসেন। আর আপনার স্বামীও যে আপনাকে ভালোবাসেন তাও আপনি জানেন।

ইভা। প্রেম কাকে বলে, আমার স্বামী তা বোঝেন না—যেমন বোঝেন না, আপনি! আমি বুঝেছি আপনি কি চান? আমি ফিরে গেলে আপনার খুব সুবিধাই হবে। হায়রে ভাগ্য, তারপর আমি কী জীবনই যাপন করব! আমাকে নির্ভর করতে হবে এমন এক স্ত্রীলোকের দয়ার উপর—যার দয়া-মমতা কিছুই নেই, যার সঙ্গে দেখা করাও মহাপাপ. যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে বাধার মত এসে দাঁড়ায়!

মিসেস্ রায়। (হতাশ ভাবে) রাণী ইভা, রাণী ইভা, এমন সব ভয়ানক কথা বলবেন না! আপনি জানেন না কি ভীষণ, কি অন্যায় কথা উচ্চারণ করছেন! শুনুন্ আমার কথা! আপনার স্বামীর কাছে ফিরে যান্। আমি অঙ্গীকার করছি কোন ওজরে কখনো আর তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না। যে-টাকা তিনি আমাকে দিয়েছেন, আমাকে ভালোবেসে দেন্ নি, দিয়েছেন ঘৃণার সঙ্গে! তিনি যে আমার বাধ্য—

ইভা। (উঠে দাঁড়িয়ে) হুঁ, এতক্ষণে আপনি মানলেন আমার স্বামী আপনার বাধ্য।

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ, কেন বাধ্য তাও শুনুন্। রাণী ইভা, তিনি আপনাকে ভালোবাসেন ব'লেই আমার বাধ্য হয়েছেন।

ইভা। এ-কথাও আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

মিসেস্ রায়। আপনি বিশ্বাস করতে বাধ্য! এ সত্য কথা।

আপনাকে ভালোবাসেন ব'লেই তিনি ভয়ে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি আপনাকে লজ্জা থেকে মুক্তি দিতে চান্—হ্যাঁ, লজ্জা! লজ্জা আর অপমান থেকে!

ইভা। আপনার কথার মানে কি? অদ্ভুত আপনার ধৃষ্টতা! আপনাকে নিয়ে আমি কি করব?

মিসেস্ রায়। (বিনীতভাবে) কিছু না। আমি জানি ব'লেই বলছি যে, রাজা আপনাকে ভালোবাসেন—আর সে এমন ভালোবাসা যে, সারা জীবনে তেমন ভালোবাসা আর পাবেন না—পাবেন না সারা জীবনে আর তেমন ভালোবাসা আর কোথাও;—আর যদি আজ তা আপনি ত্যাগ করেন, তবে ভালোবাসার অভাবে চিরদিন উপবাসী হয়ে থাক্‌বে আপনার আত্মা, তখন ভিক্ষা করলেও আর তা মিলবে না। রাণী, নরেন আপনাকে ভালোবাসে!

ইভা। নরেন? আমার স্বামীর নাম ধ'রে ডাক্‌ছেন আপনি! অথচ আপনি বলতে চান আপনাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই?

মিসেস্ রায়। রাণী ইভা, আপনার স্বামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। যদি জানতুম যদি বুঝতুম যে, আমাকে নিয়ে আপনার মনের ভিতরে এমন ভয়ানক সন্দেহ প্রবেশ করতে পারে, তাহ'লে আপনাদের বাড়ীতে না এসে আমি মৃত্যুরও সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারতুম—হ্যাঁ, পরম আনন্দে মৃত্যুকেও বরণ করতুম।

ডানদিকে স'রে গিয়ে একটা সোফার কাছে দাঁড়ালেন

ইভা। আপনার কথা শুনলে সন্দেহ হয় যেন আপনার হৃদয় আছে। কিন্তু আপনাদের মতন স্ত্রীলোকের হৃদয় থাকে না। আপনারও

হৃদয় নেই। ইচ্ছা করলেই আপনাকে কেনা যায়, আর বিক্রী করা যায়।

বাঁদিকে স'রে গিয়ে সোফার উপরে বসলেন

মিসেস্ রায়। (চম্‌কে উঠলেন, তাঁর মুখে ফুটে উঠল যাতনার রেখা। তারপর আত্মসংবরণ ক'রে ইভার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন) আমাকে আপনি যা ভাবতে চান তাই ভাবুন। আমি এক মুহূর্ত্তেরও সহানুভূতির যোগ্য নই। কিন্তু আমার জন্যে নষ্ট করবেন না আপনার এই সুন্দর তরুণ জীবন! আপনি বুঝতে পারছেন না যদি এখনি এই বাড়ী ছেড়ে চ'লে না যান, তাহ'লে কত বড় দুর্ভাগ্য আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে। আপনি জানেন না, পঙ্ক-শয্যায় প'ড়ে সমাজ-চ্যুত জীবের মত পরিত্যক্ত, ঘৃণিত, নিন্দিত, উপহসিত, অপমানিত হওয়া কতখানি ভয়ানক! চোখের সামনে সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, পাছে লোকের সুমুখে মুখোস খুলে পড়ে সেই ভয়ে অলি-গলি দিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হবে, আর সর্ব্বদা কাণের কাছে বাজতে থাক্‌বে সেই হাস্যধ্বনি—পৃথিবীর সেই ভয়াবহ হাস্যধ্বনি, বিশ্বের সমস্ত বস্তুর চেয়ে যে-হাসি বেশী দুঃখময়, গ্লানিময়, বেদনাময়। আপনি জানেন না, সে কী দুঃসহ জীবন! পাপ করলে তার মূল্য দিতে হয়, সারা জীবন ধ'রে পৃথিবীর রাজপথে প্রতি পদে তার মূল্য দিতে হয়। আপনি তো তা জানেন না! আমার কথা যদি বলেন, দুঃখভোগে যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহ'লে এই মুহূর্ত্তেই হয়েছে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত;—কারণ আজ রাত্রে আপনি এক হৃদয়হীনা নারীকে দিয়েছেন নূতন হৃদয়,—দিয়েছেন, কিন্তু আবার তাকে চূর্ণও করেছেন।—কিন্তু সে-কথা যাক্; আমি নিজের হৃদয়কে হয়তো

ধ্বংস করেছি, কিন্তু আপনাকেও তা করতে দেব না। আপনি তো একরত্তি একটি বালিকা, দুর্ভাগ্যের অরণ্যে ঢুকলে এখনি কোথায় হারিয়ে যাবেন। সেখানে পথ ক'রে নেবার মতন বুদ্ধি বা বয়স আপনার এখনো হয়নি! সে সাহস আর জ্ঞানও আপনার নেই। অপমান আপনি সহ্য করতে পারবেন না। ফিরে চলুন রাণী ইভা, ফিরে চলুন সেই স্বামীর কাছে যিনি আপনাকে ভালোবাসেন, যাঁকে ভালোবাসেন আপনি। আপনার কোলে একটি খোকা আছে রাণী ইভা। ফিরে চলুন সেই খোকার কাছে, হয়তো এখনই সে হাসতে হাসতে কি কাঁদতে কাঁদতে 'মা' 'মা' ব'লে আপনাকে ডাকছে। (রাণী ইভা উঠে দাঁড়ালেন) ভগবানই আপনাকে দান করেছেন সেই স্বর্গীয় শিশু! আপনার জন্যে যদি তার নিষ্পাপ জীবন বিষাক্ত হয়ে ওঠে, তবে কি জবাব দেবেন আপনি ভগবানের কাছে? ফিরে চলুন রাণী ইভা—ফিরে চলুন নিজের সংসারে—আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসেন। এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি প্রেম-বিচ্যুত হননি। কিন্তু যদি তাঁর সহস্র উপপত্নীও থাকে, তবু আপনার ঠাঁই হচ্ছে আপনার খোকার পাশে। স্বামী নির্দয় ব্যবহার করলেও খোকার পাশ ছেড়ে আপনি উঠতে পারবেন না। তিনি আপনাকে ত্যাগ করলেও আপনাকে ব'সে থাকতে হবে খোকার পাশেই।

ইভা উচ্ছ্বসিত স্বরে কেঁদে উঠে দু-হাতে
নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন

(ইভাকে ধ'রে) রাণী ইভা!

ইভা। (অসহায় শিশুর মতন দু-হাতে মিসেস্ রায়ের দুই বাহু জড়িয়ে ধ'রে) বাড়ী নিয়ে চলুন—আমাকে বাড়ী নিয়ে চলুন।

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

মিসেস্ রায়। (ইভাকে আলিঙ্গন করতে গিয়েই নিজেকে সামলে নিলেন। তাঁর দুই চক্ষে ফুটে উঠল আনন্দের উচ্ছ্বাস!) আসুন রাণী ইভা, আসুন।

তাঁরা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন

ইভা। (থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়ে) দাঁড়ান্! গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না?

মিসেস্ রায়। না, না! কোথাও কেউ নেই।

ইভা। হ্যাঁ, আছে! শুনুন! ও যে আমার স্বামীর গলা! আমার স্বামী আসছেন! আমাকে রক্ষা করুন! ও, বুঝেছি—এ হচ্ছে চক্রান্ত! আপনিই তাঁকে এখানে আনিয়েছেন!

বাইরে একাধিক কণ্ঠস্বর

মিসেস্ রায়। চুপ্! আমি যখন এখানে আছি, আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব। কিন্তু হয়তো সে চেষ্টা সফল হবে না! ঐখানে যান! (জানলার পর্দার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।) সুযোগ পেলেই পালিয়ে যাবেন—অবশ্য যদি সুযোগ পান!

ইভা। কিন্তু আপনি?

মিসেস্ রায়। আমার কথা ভাব্‌বেন না। আমি ওদের সুমুখেই দাঁড়িয়ে থাকব!

ইভা জানলার পর্দার আড়ালে গিয়ে লুকোলেন

কুমার। (নেপথ্যে) আরে হরি, হরি! ভায়া নরেন, আজ আর আমায় ছেড়ে তোমায় যেতে দেব না!

মিসেস্ রায়। কুমার চন্দ্রনাথ! তাহ'লে আমারই সর্ব্বনাশ!

দু-এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত ক'রে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ডান্ দিকের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন

স্যর বিনয়, মিষ্টার হেরম্ব দত্ত, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, কুমার চন্দ্রনাথ ও মিষ্টার সুশীল রায়-চৌধুরীর প্রবেশ

হেরম্ব। কি জ্বালাতন! এই রাত্রে ক্লাব থেকে আমাদের বিদায় ক'রে দিলে! এইতো মোটে রাত দুটো! (একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়লেন) এইতো মোটে সান্ধ্য-জীবনের আরম্ভ!

মস্ত একটা হাই তুলে দুই চোখ মুদে ফেললেন

রাজা। স্যর বিনয়, ধন্যবাদ! কুমার বাহাদুরের কথা শুনে আপনি যে আমাদের এখানে নিয়ে এলেন, এ-হচ্ছে সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমি তো আর বেশীক্ষণ থাকতে পারব না।

স্যর বিনয়। তাই নাকি! শুনে ভারি দুঃখিত হলুম। আসুন, একটা সিগার গ্রহণ করুন।

রাজা। ধন্যবাদ!

বসলেন

কুমার। (রাজাকে) হরি, হরি, চ'লে যাবে কি? হ'তেই পারে না। একটা বহুৎ-আচ্ছা দরকারি কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে এখন আমাকে আলোচনা করতে হবে।

রাজার পাশেই ব'সে পড়লেন

সুশীল। ও দরকারি কথাটা কি, আমরা সবাই জানি! যেমন

কানু ছাড়া গীত নেই, আমাদের মোট্‌কুর মুখে তেমনি মিসেস্ রায় ছাড়া কথা নেই।

রাজা। সুশীল, পরের চরকায় তেল্ দিয়ে তোমার কিছু লাভ আছে?

সুশীল। কিছু না! সেইজন্যেই তো ওটা আমার ভালো লাগে। নিজের চরকা চালাতে গেলেই অবসাদে আমার হাত-পা নেতিয়ে আসে। তাইতো আমি অপরের চরকাই পছন্দ করি।

স্যর বিনয়। কিছু পান-টান করুন। সুশীল, হুইস্কির একটা পেগ তোমার চল্‌বে নাকি?

সুশীল। ধন্যবাদ! (রাজার টেবিলের সামনে ব'সে পড়লেন) মিসেস্ রায়কে আজ ভারি সুন্দরী দেখাচ্ছিল, না?

রাজা। আমি তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য নই।

সুশীল। আমিও তো ছিলাম না। কিন্তু এখন ভক্ত হয়ে পড়েছি। বলেন্ কি মশায়, মিসেস্ রায় কিনা খুড়িমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে আমাকে বাধ্য করলেন! শুনছি খুড়িমা নাকি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন!

স্যর বিনয়। (বিস্মিত স্বরে) যাও, বাজে বোকো না!

সুশীল। হ্যাঁ, যা বলছি, ঠিক্।

স্যর বিনয়। বন্ধুগণ, আমাকে একটু ক্ষমা করতে হবে। কাল্‌কেই আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। খান্‌কয়েক চিঠি-লেখা এখনো বাকি আছে।

উঠে লেখবার টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন

হেরম্ব। (হঠাৎ চোখ খুলে) ভারি চালাক মেয়ে, এই মিসেস্ রায়!

সুশীল। আরে হেরম্ব! আমি ঠাউরেছিলুম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

হেরম্ব। হ্যাঁ, সচরাচর ঘুমিয়ে পড়াই হচ্ছে আমার স্বভাব।

কুমার। সত্যিই বড় চালাক্ মেয়ে! আমি যে কি-রকম একটি বহুৎ-আচ্ছা গাধা সেটা কেবল আমি জানি না, তিনিও দস্তুরমত ধ'রে ফেলেছেন। (সুশীল হাসতে হাসতে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন) যত খুসি হাসো ভায়া, যত পারো হাসো, কিন্তু যে-নারী আমাকে বোঝে তাকে সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

হেরম্ব। এ হচ্ছে ভয়ানক একটা বিপদের কথা। এ-রকম সব কথার শেষে থাকে কেবলমাত্র উদ্বাহ-বন্ধন!

সুশীল। কিন্তু মোট্‌কু, আমি যে ভেবেছিলুম এ-জীবনে মিসেস্ রায়ের মুখ তুমি আর কখনো দেখবে না! হ্যাঁ, এই কাল্‌কেই ক্লাবে এ-কথা তুমি আমাকে নিজের মুখে বলেছ। বললে, মিসেস্ রায়ের নামে নাকি তুমি শুনেছ—

কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি বললেন

কুমার। ও, এই কথা? মিসেস্ রায় তার একটা বহুৎ-আচ্ছা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

সুশীল। আর সেই কুসুমপুরের যুবরাজের ব্যাপারটা?

কুমার। তিনি তারও একটা ভালো কৈফিয়ৎ দিয়েছেন?

হেরম্ব। আর তাঁর মাসিক আয়ের কথা? মোট্‌কু, তুমি তারও কি কোন কৈফিয়ৎ পেয়েছ?

কুমার। (খুব গম্ভীরভাবে) মিসেস্ রায় বলেছেন, তিনি তাঁর আয় সম্বন্ধেও কাল একটা বহুৎ-আচ্ছা কৈফিয়ৎ দেবেন।

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

সুশীল আবার ঘরের মাঝখানে গিয়ে বসলেন

হেরম্ব। এ-কালের মেয়েরা হয়ে উঠেছে বিষম ব্যবসাদার। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা বিয়ের পণের টাকা নিয়ে যেতেন স্বামীর ঘরে, কিন্তু তাঁদের আধুনিক নাত্‌নিরা স্বামীর ঘরে যেতে চান কেবল দু-হাতে টাকা লোঠ্‌বার জন্যে।

কুমার। তুমি মিসেস্ রায়কে দুষ্টা নারী ব'লে প্রমাণ করতে চাও। না, তিনি তা নন্।

সুশীল। ভায়া, দুষ্ট মেয়েরা করে জ্বালাতন, আর শিষ্ট মেয়েরা আনে অবসাদ। দুষ্ট আর শিষ্টের মাঝখানে এইটুকু তফাৎ!

কুমার। (সিগার টান্‌তে টান্‌তে) মিসেস্ রায়ের সামনে আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

হেরম্ব। আর মিসেস্ রায়ের পিছনে আছে সমুজ্জ্বল অতীত।

কুমার। যাদের উজ্জ্বল অতীত আছে, আমি সেই-সব নারীকেই পছন্দ করি। তারা বহুৎ-আচ্ছা, তাদের সঙ্গে কথা কইলেও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়!

সুশীল। ভয় নেই মোট্‌কু, ভয় নেই। মিসেস্ রায়ের সঙ্গে তোমাকে অনেক বিষয় নিয়েই বাক্যালাপ করতে হবে।

উঠে কুমারের দিকে অগ্রসর হ'লেন

কুমার। তুমি বড়ই বিরক্তিকর হয়ে উঠ্‌ছ ভায়া, বড়ই বিরক্তিকর হয়ে উঠ্‌ছ।

সুশীল। (কুমারের ভুঁড়ির উপরে হাত বুলোতে বুলোতে) মোট্‌কু, তুমি তোমার দেহের গঠন হারিয়েছ, তুমি তোমার চরিত্রও

হারিয়েছ। কিন্তু সাবধান, তারপর যেন তোমার ধৈর্য্যও হারিয়ে ফেলোনা।

কুমার। ছোক্‌রা, আমি যদি অতিশয় ভালোমানুষ না হতুম—

সুশীল। তাহ'লে আমরা তোমার সঙ্গে খুব সম্মানজনক ব্যবহার করতুম, না মোট্‌কু?

হেরম্ব। আজকালকার ছোক্‌রারা বড়ই ফাজিল হয়ে উঠেছে। কলপ-দেওয়া পক্ক কেশকেও তারা আর শ্রদ্ধা করে না।

কুমার ফিরে সক্রোধে হেরম্বের দিকে তাকালেন

সুশীল। কিন্তু আমাদের মোট্‌কুর প্রতি মিসেস্ রায়ের অসাধারণ শ্রদ্ধা।

রাজা। দেখ, তোমরা বড়-বেশী বাজে বাক্যব্যয় করছ। মিসেস্ রায়ের প্রসঙ্গ ছাড়ো। তোমরা মিসেস্ রায়ের বিষয়ে কিছুই জান না, অথচ সর্ব্বদাই তাঁর নামে কুৎসা রটনা কর।

সুশীল। (রাজার দিকে অগ্রসর হয়ে) ভাই নরেন, আমি কখনই কুৎসা-রটনা করি না। আমি রটনা করি কেবল জনরব।

রাজা। জনরব আর কুৎসার ভিতরে তফাৎটা কোথায় শুনি?

সুশীল। জনরব হচ্ছে চমৎকার! ইতিহাসের নামান্তর হচ্ছে জনরব। কিন্তু জনরবকে যখন নীতির পোষাক পরিয়ে বিরক্তিকর ক'রে তোলা হয় তখনই তার নাম দেওয়া যায় কুৎসা!

কুমার। আমারও ঐ মত ভায়া, আমারও ঐ মত!

সুশীল। শুনে দুঃখিত হ'লুম, মোট্‌কু। যখনই কেউ আমার মতে সায় দেয়, তখনি আমার মনে হয় আমার মত ভুল। কিন্তু ও-কথা যাক্। বিনয় কি করছে বল দিকি? এখনো ব'সে ব'সে

চিঠি লিখ্‌ছে! যে-পত্র লিখ্‌তে এত দেরি হয়, তা প্রেম-পত্র না হয়ে যায় না।

স্তর বিনয়। (টেবিল ছেড়ে উঠে) না বন্ধু, যার প্রেম নেই সে প্রেম-পত্র লিখ্‌বে কাকে?

সামনে এগিয়ে এসে বসলেন

সুশীল। আজ যে তোমায় বড় 'রোমাণ্টিক' ব'লে মনে হচ্ছে হে! নিশ্চয় তুমি প্রেমে পড়েছ। নারীটি কে?

স্তর বিনয়। কথা যখন তুললে, তখন বলতে পারি। যে-নারীকে আমি ভালোবাসি, সে স্বাধীন নয়, কিংবা সে নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে করে না।

কথা কইতে কইতে আড়চোখে একবার নরেন্দ্রনারায়ণের দিকে তাকালেন

সুশীল। তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি বিবাহিতা স্ত্রীলোক। পরকীয়া প্রেম বড়ই মধুর।

স্তর বিনয়। কিন্তু তিনি আমাকে ভালোবাসেন না। তিনি হচ্ছেন সতী, জীবনে আমি যথার্থ সতী এই প্রথম দেখলুম।

সুশীল। এর আগে তুমি আর কখনো যথার্থ সতী দেখোনি?

স্তর বিনয়। না।

সুশীল। (একটা সিগারেট ধরিয়ে) ওঃ, তাহ'লে তুমি একটি ভাগ্যবান কুকুর! হায়রে, জীবনে আমি দেখেছি—অর্থাৎ দেখতে বাধ্য হয়েছি শত শত সতীকে! সতী ছাড়া কারুর সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার পৃথিবীটা যেন কেবল সতী নারীর বিপুল জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অসীম দুর্ভাগ্য!

হেরম্ব। (স্যর বিনয়কে) তাহ'লে এই মহিলাটি তোমাকে ভালোবাসেন না ?

স্যর বিনয়। না, বাসেন না।

হেরম্ব। সুশীল, যে-নারী তোমাকে ভালোবাসে না, তাকে তুমি কতদিন ভালোবাসতে পারো ?

সুশীল। ও, চিরদিন ভাই, চিরদিন! ভালোবাসা পাওয়া মানেই তো নারীকে পাওয়া, আর সেইখানেই তো প্রেমের মৃত্যু!

স্যর বিনয়। দেখছি তোমরা বেজায় 'সিনিক্' হয়ে উঠেছ।

সুশীল। (সোফার পিছনে ব'সে প'ড়ে) 'সিনিক্' কাকে বলে ?

স্যর বিনয়। যে সব-কিছুরই দাম জানে, কিন্তু কোন-কিছুরই মূল্য বোঝে না।

সুশীল। (কোন জবাব দিলেন না। হেঁট হয়ে সোফার ভিতর দিকে তাকিয়ে রাণী ইভার ভ্যানিটি-ব্যাগটি দেখতে পেলেন। তারপর মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে) বিনয়, তুমি নিশ্চয়ই এই সতী নারী ছাড়া আরো দু-একজনকে ভালোবাসো ?

স্যর বিনয়। সুশীল, যখন কেউ সত্য সত্যই কোন নারীকে ভালোবাসে, তখন তার কাছে পৃথিবীর আর সব নারীই হয়ে পড়ে একেবারে অর্থহীন। প্রেম মানুষের স্বভাবকে বদ্‌লে দেয়—আমারও স্বভাব বদ্‌লে গেছে!

সুশীল। আহা, কি চিত্তাকর্ষক কথা! মোট্‌কু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—এদিকে এস।

সুশীলের কথা কুমার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না।

হেরম্ব। মোট্টুকুর সঙ্গে কথা কয়ে কোনই লাভ নেই! তার চেয়ে তুমি দেওয়ালের সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা কর।

সুশীল। আমি দেওয়ালের সঙ্গেই কথা কইতে ভালোবাসি— ছুনিয়ায় দেয়ালই হচ্ছে একমাত্র জিনিষ যে কখনো আমার কথার প্রতিবাদ করেনি। মোট্টুকু!

কুমার। তুমি আবার কি বলতে চাও ভায়া?

অনিচ্ছা সত্বেও উঠে সুশীলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন

সুশীল। এখানে এসে দেখ। (নিম্ন স্বরে) বিনয় এতক্ষণ পবিত্র প্রেম নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল, অথচ তার ঘরের ভিতরেই স্ত্রীলোক এনে রেখেছে।

কুমার। না, না। কী যে বল!

সুশীল। হ্যাঁ, ঐ দেখ তার 'ভ্যানিটি-ব্যাগ'!

কুমার। (একগাল হেসে) হরি, হরি! বহুৎ আচ্ছা!

রাজা। (উঠে দাঁড়িয়ে) স্তর বিনয়, আপনি কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন শুনে দুঃখিত হলুম। ফিরে এসে আবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তাহ'লে আমি আর আমার স্ত্রী দুজনেই অত্যন্ত সুখী হব।

স্তর বিনয়। (রাজার সঙ্গে এগুতে এগুতে) আমি বোধ হয় এখন আর কিছুকালের জন্যে ফিরব না। 'গুড নাইট'।

সুশীল। -রেন?

রাজা। কি?

সুশীল। একবার এদিকে এস।

রাজা। (টেবিলের উপর থেকে টুপি তুলে নিয়ে) না ভাই, আর আমার সময় নেই।

সুশীল। আরে শুনেই যাও না! ভারি মজার কথা! শুনলে আর দেখলে খুসি হবে!

রাজা। (সহাস্যে) বুঝেছি সুশীল, আমায় তোমার কোন বাজে প্রলাপ শোনাতে চাও আর কি!

সুশীল। প্রলাপ নয় ভাই, রীতিমত রঙিন্ সংলাপ।

কুমার। উঁহু, উঁহু! যাবে কোথায়? এখনো আমার অনেক কথাই বলবার আছে। আর সুশীল তোমাকে দেখাবে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু!

রাজা। (তাঁদের কাছে গিয়ে) ব্যাপার কি বলো দিকি?

সুশীল। বিনয় ঘরে একজন স্ত্রীলোককে এনে লুকিয়ে রেখেছে। ঐ দেখ তার 'ভ্যানিটি-ব্যাগ'। মজার কথা নয়?

অল্পক্ষণের স্তব্ধতা

রাজা। হা ভগবান!

তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে ব্যাগটি তুলে নিলেন—
হেরম্ব দাঁড়িয়ে উঠল

সুশীল। কি হ'ল নরেন?

রাজা। (কঠোর স্বরে) স্যর বিনয়!

স্যর বিনয়। (ফিরে দাঁড়িয়ে) কি বলছেন?

রাজা। আমার স্ত্রীর এই 'ভ্যানিটি-ব্যাগ'টা তোমার ঘরে কেন? (ক্রুদ্ধভাবে অগ্রসর হ'তে উদ্যত হলেন, সুশীল তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন) ছেড়ে দাও সুশীল! আমাকে স্পর্শ কোরো না!

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

স্যর বিনয়। (সবিস্ময়ে) আপনার স্ত্রীর 'ভ্যানিটি-ব্যাগ' ?

রাজা। হ্যাঁ! এই দেখ!

স্যর বিনয়। (অগ্রসর হয়ে দেখে) আমি এর কিছুই জানি না।

রাজা। তুমি নিশ্চয়ই জানো। আমি এর কৈফিয়ৎ চাই। (সুশীলকে) ছেড়ে দাও সুশীল!

স্যর বিনয়। (নিম্ন স্বরে) তাহ'লে সত্যই তিনি এখানে এসেছেন ?

রাজা। বল, আমার স্ত্রীর জিনিষ এখানে কেন? উত্তর দাও। আমি এখনি খুঁজে দেখব আমার স্ত্রীও এখানে আছে কিনা!

অগ্রসর হ'বার চেষ্টা করলেন

স্যর বিনয়। (বাধা দিয়ে) আমার ঘর আপনি খুঁজে দেখতে পারবেন না। আপনার খুঁজে দেখবার কোনই অধিকার নেই। আমি নিষেধ করছি!

রাজা। (সক্রোধে) বদমাইস্! আমি তোমার বাড়ীর প্রত্যেক জায়গা খুঁজে না দেখে এখান থেকে যাব না। ঐ পর্দ্দার পিছনে কি নড়ছে ?

অগ্রসর হ'তে উদ্যত

মিসেস্ অশোকা রায়ের প্রবেশ

মিসেস্ রায়। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ!

রাজা। (সবিস্ময়ে) মিসেস্ রায়!

প্রত্যেকে চম্‌কে ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে মিসেস্ রায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিছনে ইভা সভয়ে পর্দ্দার ভিতর থেকে বেরিয়ে সকলের অগোচরে নিঃশব্দ দ্রুতপদে ঘরের বাইরে চ'লে গেলেন

ইভাদেবীর ভ্যানিটি-ব্যাগ

মিসেস্ রায়। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ! আপনার বাড়ী থেকে আসবার সময় ভুল ক'রে আমি রাণী ইভার 'ভ্যানিটি-ব্যাগটি' নিয়ে এসেছি। এজন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত!

ব্যাগটি রাজার হাত থেকে টেনে নিলেন। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্যর বিনয়ের মুখে ক্রোধ-মিশ্রিত বিস্ময়ের চিহ্ন। কুমার চন্দ্রনাথ বিরক্ত ও হতাশ চোখে মিসেস্ রায়ের দিকে তাকিয়ে করুণভাবে প্রস্থান করলেন। সুশীল ও হেরম্ব পরস্পরের দিকে সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—প্রথম দৃশ্যের মতই।

ইভা। (সোফায় শায়িত অবস্থায়) কেমন ক'রে তাঁকে বলব? বলতে পারব না। বলতে গেলে আমি ম'রে যাব! সেই ভীষণ ঠাঁই থেকে পালিয়ে আসবার পর কী যে ঘটেছে, কে জানে! মিসেস্ রায় হয়তো সেখানে তাঁর উপস্থিতির আসল কারণ খুলে বলতে বাধ্য হয়েছেন, আর আমার সেই মারাত্মক্ 'ভ্যানিটি-ব্যাগ'ও যে কেন সেখানে প'ড়ে ছিল, তাও হয়তো না ব'লে পারেন নি। (করুণ স্বরে) মাগো! যদি তিনি সব জেনেই থাকেন, কেমন ক'রে আর তাঁকে মুখ দেখাব? তিনি কখনই আমাকে ক্ষমা করবেন না। ভ্রম, পাপ, প্রলোভন থেকে মুক্তি পেয়েছি ভেবে মানুষ কেমন নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করে। তারপর হঠাৎ যেন হয় বিনা মেঘে বজ্রপাত! ওঃ, জীবন হচ্ছে ভয়াবহ! জীবনই আমাদের শাসন করে, আমরা তাকে শাসন করতে পারি না।

নয়নতারার প্রবেশ

নয়ন। রাণীজি কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

ইভা। হ্যাঁ। রাজা-বাহাদুর কাল কত রাতে বাড়ী ফিরেছেন, সে কথা কি তুমি জানো?

নয়ন। রাজা-বাহাদুর বাড়ী ফিরেছেন শেষ-রাতে।

ইভা। শেষ-রাতে? তিনি কি আমার দরজার সামনে এসে আমাকে ডেকেছিলেন?

নয়ন। আজ্ঞে হ্যাঁ রাণীজি! আমি তাঁকে বললুম, এখনো আপনার ঘুম ভাঙেনি।

ইভা। শুনে তিনি কি বললেন?

নয়ন। যেন আপনার 'ভ্যানিটি-ব্যাগে'র কথা কি বললেন। আমি ভালো ক'রে সব-কথা শুনতে পাইনি। হ্যাঁ রাণীজি, আপনার 'ভ্যানিটি-ব্যাগ'টি কি হারিয়ে গেছে? আমি সেটিকে খুঁজে পেলুম না, শ্রীধরও সব ঘর খুঁজে বললে, ব্যাগ কোথাও নেই।

ইভা। ও-নিয়ে তোমাদের কারুকে মাথা ঘামাতে হবে না। যাও

নয়নতারার প্রস্থান

(উঠে বসলেন) মিসেস্ রায় নিশ্চয় সব বলেছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় পরের উপকার, আত্মত্যাগ করতে চায়—কিন্তু তার পরে হয়তো আবিষ্কার করে সে আত্মত্যাগের মূল্য কি নিদারুণ, তখন নিজের ইচ্ছা দমন করা ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকে না। আমাকে সর্ব্বনাশ থেকে বাঁচাতে গিয়ে মিসেস্ রায় কেন নিজের সর্ব্বনাশ করবেন?······কি আশ্চর্য্য! মিসেস্ রায়কে আমি নিজের বাড়ীতে ব'সে সকলের সামনে অপমান করতে চেয়েছিলুম! কিন্তু তিনি পরের বাড়ীতে গিয়ে আমাকে বাঁচাবার জন্যে নিজের অপমানও স্বীকার ক'রে নিলেন!······ যে-ভাবে আমরা সতী আর অসতী মেয়েদের নিয়ে কথা কই, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে অদৃষ্টের তিক্ত পরিহাস······কি কঠোর শিক্ষা! কিন্তু দুঃখের কথা এই, যখন শিক্ষালাভ ক'রে আমাদের চোখ ফোটে, তখন সে-শিক্ষা আর আমাদের কাজে লাগে না। মিসেস্ রায় যদি কিছু ব'লেও না থাকেন, আমাকে সব বলতে হবেই। কি লজ্জা,

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

কি লজ্জা! সে কথা বলবার সময় আবার আমাকে কালকের রাতের সব যাতনাই নতুন ক'রে ভোগ করতে হবে। (হঠাৎ চমকে উঠে) ঐ, ঐ উনি আসছেন!

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

রাজা। (ইভার কাছে এসে তাঁর কণ্ঠে বাহুবেষ্টন ক'রে) ইভা, তোমার মুখ কী শুকনো দেখাচ্ছে!

ইভা। কাল আমার ভালো ক'রে ঘুম হয় নি।

রাজা তাঁর পাশে সোফার উপরে বসলেন

রাজা। আমার বড় অন্যায় হয়েছে। আমি শেষ-রাতে বাড়ী ফিরেছি। তোমার কষ্ট হবে ব'লে তোমাকে জাগাতে চাই নি। ইভা, তুমি কাঁদছ!

ইভা। হ্যাঁ রাজা, আমি কাঁদছি! তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই।

রাজা। ইভা, তোমার শরীর ভালো নেই। আজকাল তুমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করছ। চল, ছুটি নিয়ে দিন-কয়েক বাইরে বেড়িয়ে আসি। কোথায় যাবে? ওয়াল্‌টেয়ার, দার্জিলিঙ না নৈনিতাল? ইচ্ছা কর তো আজকেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি। আচ্ছা, সেই ব্যবস্থাই করছি।

উঠে দাঁড়ালেন

ইভা। হ্যাঁ রাজা, চল আমরা সহর ছেড়ে পালাই। না, না, আজ তো আমার যাওয়া হবে না! সহর ছেড়ে যাবার আগে এক-জনের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। আমার প্রতি তাঁর অসীম দয়া।

রাজা। (সোফার উপর হেঁট হয়ে) তোমার উপরে অসীম দয়া!

ইভা। তারও চেয়ে বেশী। (উঠে দাঁড়িয়ে) রাজা, রাজা, তোমাকে আমি সব-কথাই বলব, কিন্তু তারপরেও তুমি আমাকে ভালোবেসো রাজা—আগে যেমন বাসতে, ঠিক তেমনি ভালোবেসো।

রাজা। আগে যেমন ভালোবাসতুম? কাল যে নষ্ট স্ত্রীলোকটা এখানে এসেছিল, তুমি কি তাকে ভেবেই একথা বলছ? (দুই-হাত ধ'রে ইভাকে সোফায় বসিয়ে এবং নিজেও তাঁর পাশে ব'সে) তুমি কি এখনো ভাবছ—না, না, তুমি তা ভাবতে পার না, তোমার তা ভাবা উচিত নয়।

ইভা। না রাজা, আমি সে-কথা ভাবছি না। এখন আমি বুঝতে পারছি, কাল আমি অজ্ঞানের মতন অন্যায় কাজ করেছি।

রাজা। কাল যে তুমি সেই স্ত্রীলোকটাকে অভ্যর্থনা করেছিলে, এতে তোমার মহত্বই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আর তার সঙ্গে কখনো তোমার দেখা হবে না।

ইভা। কেন তুমি ও-কথা বলছ?

ক্ষণিকের গুরুতা

রাজা। (ইভার হাত ধ'রে) মিসেস্ রায় কেবল নষ্ট নয়, সে হচ্ছে দুষ্ট স্ত্রীলোক, অত্যন্ত দুষ্ট! আমি ভেবেছিলুম, মুহূর্তের ভুলের জন্যে সমাজে সে নিজের যে স্থান হারিয়েছে, সু-পথে থেকে আবার সেইখানে ফিরে আসতে চায়, যাপন করতে চায় ভদ্র-জীবন। তার কথায় বিশ্বাস ক'রে আমি ভুল করেছিলুম। নারীর যতটা মন্দ হওয়া সম্ভব, সে তার চেয়ে কম-মন্দ নয়।

ইভা। রাজা, রাজা, কোন নারীকে নিয়ে অত তিক্ত কথা বোলো না। আজ আমার এ-কথা মনে হয় না যে মানুষদের ভালো আর

মন্দ নাম দিয়ে দুই-ভাগে ভাগ করা যায়—যেন ভালো আর মন্দ হচ্ছে দুটো আলাদা জীব বা আলাদা সৃষ্টি! যাদের আমরা ভালো মেয়ে ব'লে ডাকি, তাদের মধ্যে আসতে পারে পাগলের মত উদ্দামতা, পাপ, হিংসা। আবার মন্দ ব'লে কুখ্যাত নারীদের মধ্যেও থাকতে পারে দুঃখ, অনুতাপ, করুণা, আত্মত্যাগ। মিসেস্ রায়কে আমি মন্দ নারী ব'লে মনে করি না।

রাজা। ইভা, তুমি জান না, সে হচ্ছে অসম্ভব স্ত্রীলোক! ভবিষ্যতে সে আমাদের যত ক্ষতি করবার চেষ্টাই করুক, তুমি আর কখনো তার সঙ্গে দেখা কোরো না। সে কোথাও আশ্রয় পাবার যোগ্য নয়।

ইভা। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে চাই। আমি চাই তিনি আবার আমাদের বাড়ীতে আসুন।

রাজা। কখনো না, কখনো না!

ইভা। একদিন তিনি এখানে এসেছিলেন তোমার অতিথি হয়ে। এখন তিনি আমার অতিথি হয়ে এখানে আসুন।

রাজা। তার এখানে আসাই উচিত হয়নি।

ইভা। (উঠে দাঁড়িয়ে) রাজা, আর ও-কথা বলা চলে না। তুমি যখন নিয়ম ভঙ্গ করেছ, তখন সেইটেই হোক্ আমার নিয়ম।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'লেন

রাজা। (উঠে দাঁড়িয়ে) ইভা, যদি জানতে কাল রাতে আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে মিসেস্ রায় কোথায় গিয়েছিলেন, তাহ'লে তুমি আর তার ছায়াও মাড়াতে চাইতে না। সে এক অত্যন্ত নির্লজ্জ ব্যাপার!

ইভা। রাজা, আর আমি বুকের ভার সহ্য করতে পারছি না। তোমাকে সব কথাই খুলে বলব। আমি কাল রাতে—

শ্রীধরের প্রবেশ। তার হাতে একখানা ট্রের উপরে রয়েছে রাণী ইভার ভ্যানিটি-ব্যাগ

শ্রীধর। মিসেস্ অশোকা রায় রাণীজির এই ব্যাগটি কাল ভুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, আজ তাই ফিরিয়ে দিতে এসেছেন। তিনি রাণীজির সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।

ইভা। মিসেস্ রায়কে এখানে নিয়ে এস।

শ্রীধরের প্রস্থান

রাজা! মিসেস্ রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে চান্।

রাজা। মিনতি ক'রে বলছি ইভা, তার সঙ্গে তুমি দেখা কোরো না। অন্তত আগে আমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। সে হচ্ছে সর্ব্বনেশে নারী! নারী যে এমন ভয়াবহ হ'তে পারে আগে তা জানতুম না। বুঝতে পারছ না, তুমি কার সঙ্গে দেখা করতে চাইছ!

ইভা। তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার কর্ত্তব্য।

রাজা। কি অবোধ তুমি! তোমার অদৃষ্টে হয়তো কোন বিশেষ দুর্ভাগ্য আছে। যেচে দুর্ভাগ্যকে ডেকে এনো না। তোমার আগে তার সঙ্গে আমার দেখা করা অত্যন্ত দরকার।

ইভা। অত্যন্ত দরকার কেন?

মিসেস্ অশোকা রায়ের প্রবেশ

মিসেস্ রায়। কেমন আছেন রাণীজি? (রাজার দিকে ফিরে) কেমন আছেন রাজা বাহাদুর? রাণীজি, আপনার ঐ ব্যাগটির

জন্যে আমি বড়ই লজ্জিত। কেমন ক'রে যে এই অদ্ভুত ভুল করলুম, কিছুই বুঝতে পারছি না। এ আমার ভারি অন্যায়। তাই আজ ব্যাগ ফিরিয়ে দিতে আর সেই সঙ্গে আমার বিদায়-সম্ভাষণও ক'রে যেতে এসেছি।

ইভা। বিদায়-সম্ভাষণ? (উঠে মিসেস্ রায়ের সোফায় গিয়ে বসলেন) মিসেস্ রায়, আপনি কি সহর ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন?

মিসেস্ রায়। হঁ্যা রাণীজি! এতদিন আমি বিদেশেই ছিলুম, আবার সেই বিদেশ-বাস করতেই চললুম। বাংলা দেশের জলহাওয়া আমার সহ্য হচ্ছে না! জানেন রাজা-বাহাদুর, এই কলকাতা সহরটা হচ্ছে কেবল ধূলোয় ধোঁয়ায় আর সুগম্ভীর লোকের জনতায় পরিপূর্ণ। এই ধূলো আর ধোঁয়াই কলকাতার গম্ভীর লোকগুলিকে তৈরি করেছে, কিম্বা ঐ গম্ভীর লোকগুলিই সৃষ্টি করেছেন এই ধূলো আর ধোঁয়া, তা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই আমাকে অধীর ক'রে তুলেছে। তাই কলকাতার পায়ে গড় ক'রে আজই স'রে পড়তে চাই।

ইভা। আজই? কিন্তু আমার যে আপনাকে ছাড়বার ইচ্ছে নেই।

মিসেস্ রায়। আপনার কথা শুনে খুসি হ'লুম। তবু উপায় নেই, আমাকে যেতেই হবে।

ইভা। মিসেস্ রায়, আমি কি আপনাকে আর কোনদিন দেখতে পাব না?

মিসেস্ রায়। বোধ হয়, না। আমাদের দু-জনের জীবনের ধারা বইছে দুইদিকে। কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে আমার একটি কথা রাখতে পারেন। রাণী ইভা, আমি আপনার একখানি ফোটোগ্রাফ

চাই। দেবেন? যদি দেন, তাহ'লে আমি যে কত কৃতজ্ঞ হব, বলতে পারি না।

ইভা। নিশ্চয়ই দেব মিসেস্ রায়! ঐ টেবিলের ওপরেই তো আমার একখানা ছবি আছে! বসুন, আমি নিয়ে আসছি।

গাত্রোত্থান ক'রে ঘরের অন্যদিকে গেলেন

রাজা। (মিসেস্ রায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে) কাল রাতের সেই বীভৎস ব্যাপারের পরেও আবার আমার বাড়ীতে আসা হচ্ছে আপনার পক্ষে ভীষণ নির্লজ্জতা!

মিসেস্ রায়। (কৌতুকপূর্ণ হাসি হেসে) প্রিয় নরেন, সভ্য সমাজে গিয়ে নীতি-উপদেশ শোনবার আগে লোকে চায় ভদ্র ব্যবহার।

ইভা। (ফিরে এসে) মিসেস্ রায়, এ-ছবিখানার ভিতরে অত্যুক্তি যেন জ্বলন্ত! আমি নিশ্চয়ই এত সুন্দর দেখতে নই।

ছবিখানা দেখালেন

মিসেস্ রায়। আপনি এর চেয়ে আরো বেশী সুন্দর। কিন্তু আপনার খোকাকে নিয়ে আপনি কি কোন ছবি তোলেন নি?

ইভা। তুলেছি বই কি! আপনি কি সেই-রকম ছবি চান?

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ। আমি আপনার সঙ্গে আপনার খোকাকেও চাই।

ইভা। তাহ'লে আমাকে উপরে যেতে হবে। আপনি দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন।

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

মিসেস্ রায়। রাণীজি, আপনাকে আবার কষ্ট দিচ্ছি ব'লে আমি বড়ই দুঃখিত।

ইভা। (যেতে যেতে) কষ্ট আবার কি, কিচ্ছু না।

প্রস্থান

মিসে রায়স্। নরেন, দেখছি আজ সকালে তোমার মেজাজ বড় ভালো নেই। কি ক'রে ভালো থাক্‌বে? ইভার সঙ্গে আমার এত ঘনিষ্ঠতা অসহনীয়, কি বল?

রাজা। হঁ্যা, অসহনীয়! ইভার সঙ্গে আপনি! এ-দৃশ্য দেখা যায় না। বিশেষ, কা'ল আপনি সত্য কথা বলেন নি।

মিসেস্ রায়। তার মানে তুমি বলতে চাও, আমি কে, ইভার কাছে সেই সত্য প্রকাশ করিনি?

রাজা। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে যেন ছিল ভালো। তাহ'লে আজ ছ'মাস ধরে আমি কত দুশ্চিন্তা, কত দুর্ভাগ্য, আর কত বিরক্তির কবল থেকে মুক্তিলাভ করতুম। এর চেয়ে আমার স্ত্রীর জানলে ক্ষতি ছিল না, আজও তার মায়ের মৃত্যু হয়নি। তার মা হচ্ছেন, স্বামীত্যাগিনী কুলটা। তিনি ছদ্মনামের আড়ালে বাস ক'রে সমাজের মধ্যে শীকার সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। কেন আপনার হাতে আমি রাশি-রাশি অর্থ দিই, কেন আপনার বিলাসিতার সরঞ্জামের পর সরঞ্জাম সরবরাহ করি,. এই-সব কথা ইভার জানা থাকলে আমার বাড়ীতে কাল সেই অশোভন দৃশ্যের অভিনয় হ'ত না। আর স্ত্রীর সঙ্গে হ'ত না আমার প্রথম বিবাদ! আমার পক্ষে এ-সব যে কতখানি কষ্টকর, আপনি সেটা আন্দাজ করতে পারবেন না। কেমন ক'রে পারবেন? আপনার জন্যেই আমার স্ত্রীর

মুখে শুনেছি প্রথম তিক্ত কথা! তাই তার পাশে আপনাকে দেখলে আমার মনে জাগে দারুণ ঘৃণা! তা'র শুভ্র পবিত্রতাকে আপনি ময়লা ক'রে দেন। আগে ভাবতুম, আপনার যতই দোষ থাকুক্, আপনি অকপট আর সরল। কিন্তু তাও আপনি নন্।

মিসেস্ রায়। এ কথা বলছ কেন?

রাজা। আপনি জোর ক'রে আমার স্ত্রীর 'পার্টি'তে আমার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ আদায় করেছেন।

মিসেস্ রায়। বল, আমার নিজের মেয়ের 'পার্টি'র জন্যে তোমার কাছ থেকে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি। হ্যাঁ, এ কথা সত্যি।

রাজা। আপনি এখানে এলেন। তারপর এখান থেকে আপনি বিদায় নেবার এক ঘণ্টা পরে আপনাকে আমি দেখতে পেলাম আর একটা পুরুষের ঘরে—সকলের সামনে হ'লেন আপনি অপমানিত!

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ।

রাজা। (মিসেস্ রায়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে) কাজেই আপনাকে একটা নগণ্য আর জঘন্য স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছুই ব'লে আমি ভাবতে পারি না। আজ এ-কথা বলবার অধিকার আমার আছে যে, আপনি আর কখনো এ-বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করবেন না, আর কখনো চেষ্টা করবেন না আমার স্ত্রীর—

মিসেস্ রায়। (কঠিন স্বরে) আমার কন্যা, তাই নয় কি?

রাজা। ইভাকে নিজের কন্যা ব'লে দাবি করবার কোন অধিকারই আপনার নেই। ইভা যখন শিশু, দোলায় শুয়ে ঘুমোয়, তখন আপনি তাকে ত্যাগ ক'রে চলে গেছেন আপনার প্রেমাস্পদের সঙ্গে—যে প্রেমাস্পদও আবার আপনাকেই ত্যাগ ক'রে অদৃশ্য হয়েছে।

মিসেস্ রায়। (উঠে দাঁড়িয়ে) রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, এটা তার গুণ, না আমার ?

রাজা। তার—কারণ এখন আপনাকে চিনতে পেরেছি।

মিসেস্ রায়। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, তুমি একটু সাবধান হয়ে কথা কও!

রাজা। আপনার মুখ চেয়ে মিষ্ট কথা বলবার ইচ্ছা আমার নেই। আপনাকে খুব ভালো ক'রে চিনে ফেলেছি।

মিসেস্ রায়। (স্থির দৃষ্টিতে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে) ও-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

রাজা। হ্যাঁ, আপনাকে আমি চিনেছি—খুব চিনেছি। আজ বিশ বছর কন্যা ত্যাগ ক'রে আপনি অজ্ঞাতবাস করছেন, একদিনও সে-বেচারির কথা ভাবেন নি। তারপর একদিন আপনি খবরের কাগজ প'ড়ে জানলেন যে এক খেতাবী ধনীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। অমনি আপনি পেলেন এক মস্ত হীন সুযোগ। আপনি বুঝে নিলেন, আমার স্ত্রী যে আপনার কন্যা, তার কাছে এ কথা প্রকাশ করবার শক্তি আমার হবে না। সমাজেও দশজনের সামনে আমি এই ভীষণ সত্য প্রকাশ করতে পারব না। এই কুৎসিত সত্যকে গোপন রাখবার জন্যে আমি যা-কিছু করতে রাজি হব। তারপরই আপনি ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে সুরু করলেন।

মিসেস্ রায়। (ভ্রূ সঙ্কুচিত ক'রে) কুৎসিত কথা ব্যবহার কোরো না নরেন। তা শ্রীলতার পরিচয় দেয় না। হ্যাঁ, আমি সুযোগ পেয়েছি, আর সে সুযোগ গ্রহণও করেছি—এইমাত্র!

রাজা। হ্যাঁ, আপনি সে সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কাল রাত্রে নিজেই নিজের মুখোস খুলে আবার তা ব্যর্থও ক'রে দিয়েছেন।

মিসেস্ রায়। (বিচিত্র হাসি হেসে) ঠিক্ বলেছ, কাল আমি সব ব্যর্থ করেছি বটে!

রাজা। তারপর ভুলে আমার স্ত্রীর 'ভ্যানিটি-ব্যাগ' নিয়ে গিয়ে স্থর বিনয়ের ঘরে ফেলে রাখা হচ্ছে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ও-ব্যাগটাকে এখন আমার চোখের বালি ব'লে মনে হচ্ছে। আমার স্ত্রীকে আর কখনো ওটা ব্যবহার করতে দেব না! ও-জিনিষটা এখন কলঙ্কিত। ওটা নিজের কাছে রেখে না দিয়ে, এখানে ফিরিয়ে এনেও আপনি অন্যায় করেছেন।

মিসেস্ রায়। আমি মনে করছি ওটা নিজের কাছেই রেখে দেব। (উঠে গিয়ে) এটি চমৎকার দেখতে! (ব্যাগটি তুলে নিলেন) ইভার কাছ থেকে আজ আমি এটা চেয়ে নেব।

রাজা! আশা করি আমার স্ত্রী ওটা আপনাকে দেবেন।

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ইভা কোন আপত্তি করবে না।

রাজা। আমার ইচ্ছা, সেই সঙ্গে ইভা আর একটা জিনিষও আপনার হাতে অর্পণ করবে।

মিসেস্ রায়। কি?

রাজা। একখানা ছোট ছবি। আমার স্ত্রী প্রতিদিন সেই ছবি-খানাকে পূজো করে। সে হচ্ছে, ফুলের মতন পবিত্র দেখতে সুন্দর একটি বালিকার ছবি।

মিসেস্ রায়। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হ্যাঁ, আমার স্মরণ হচ্ছে।

কিন্তু সে কতকাল আগেকার কথা! (আবার সোফায় গিয়ে ব'সে পড়লেন) ছবিখানা যখন তুলেছিলুম তখনও আমার বিবাহ হয়নি।

ক্ষণিকের স্তব্ধতা

রাজা। আজ সকালে আবার এখানে কি করতে এসেছেন? আজ আবার আপনার অভিপ্রায় কি?

স'রে গিয়ে একখানা আসনের উপরে বসলেন

মিসেস্ রায়। (কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়ে) আমার আদরের মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি, আবার কি! (রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রুদ্ধ ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করলেন। মিসেস্ রায় তাঁর দিকে তাকালেন এবং তাঁর ভাব-ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর ক্রমেই গম্ভীর ও দুঃখময় হয়ে উঠ্‌তে লাগল। এক মুহূর্ত্তের জন্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন) না, না, ভেবো না আজ আমি এখানে করুণ অভিনয় করতে এসেছি, তাকে বুকে টেনে নিয়ে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলতে এসেছি, আমি তার কে? জননীর ভূমিকায় অভিনয় করবার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাই আমার নেই। জীবনে মাত্র একদিন আমি অনুভব করতে পেরেছি, জননীর অনুভূতি। সে হচ্ছে কাল্‌কের রাতে। কিন্তু সে ভীষণ অনুভূতি! আমার সারা হৃদয়কে তা ব্যথিত ক'রে তুলেছে। ঠিক বলেছ, গেল বিশ বছর আমি মাতৃত্বের আস্বাদ পাইনি—আর আজও আমি সন্তানহীন জীবনই যাপন করতে চাই। (হঠাৎ লঘু হাসি হেসে নিজের আসল মনের ভাব ঢাক্‌বার চেষ্টা ক'রে) কিন্তু প্রিয় নরেন, এত বড় একটি মেয়ের মা আমি সাজ্‌ব কেমন ক'রে? ইভার বয়স একুশ বৎসর, আর নিজের বয়স

কোন দিনই আমি উনত্রিশ-ত্রিশের বেশী ব'লে স্বীকার করি না। সুতরাং বুঝতেই পারছ, ইভাকে মেয়ে ব'লে মানলে আমি কি মুস্কিলেই পড়ব! না নরেন, আমার কথা যদি বল, তোমার স্ত্রী তার মৃত পবিত্র মাতার স্মৃতিকে পূজা করলেই আমি বেশী খুসি হ'ব। আমি তার দিবাস্বপ্নে কেন বাধা দিতে যাব? নিজের দিবাস্বপ্নকেই আমি সফল করতে পারি না! এই দেখ না, কাল রাতেই আমার একটা স্বপ্ন ভেঙে গেল। ভেবেছিলুম, আমার মধ্যে হৃদয় ব'লে পদার্থ নেই। কাল কিন্তু আবিষ্কার করলুম, আমারও হৃদয় আছে! কিন্তু নরেন, সে হৃদয় আমার উপযোগী নয়। ও হৃদয়-টৃদয় একেলে পোষাকের সঙ্গে খাপ খায় না। ও-যেন নারীকে বুড়ী ক'রে তোলে। (টেবিলের উপর থেকে একখানি হাত-আয়না তুলে নিয়ে তার ভিতরে নিজের মুখ দেখতে দেখতে) আর ঐ দুষ্ট হৃদয় সঙীন্ মুহূর্ত্তে জীবনের গতিকে দেয় বদ্‌লে।

রাজা। আপনি আমাকে ক্রমেই ভীত ক'রে তুলছেন।

মিসেস্ রায়। (উঠে দাঁড়িয়ে) নরেন. আমার বোধ হচ্ছে, আমি যদি আজ কোন মঠে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হই, কিংবা ঐ-রকম একটা-কিছু হবার চেষ্টা করি, তাহলে তুমিও খুব খুসি হও। কিন্তু ও-সব হচ্ছে ডাহা নাটুকে ব্যাপার! বাস্তব-জীবনে আমরা তা কখনো করিনা—অন্তত যতদিন যৌবন থাকে। না—আধুনিক যুগে অনুতাপে সান্ত্বনা নেই; সান্ত্বনা মেলে খালি আমোদ-প্রমোদে। অনুতাপটা হচ্ছে একেবারেই সেকেলে ব্যাপার! বিশেষ অনুতপ্ত হ'লে ভালো সাজ-পোষাক ছাড়তে হবে, নইলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সাদা-সিদে পোষাক পরতে জীবনে আমি পারব না। তার চেয়ে আমি

চ'লে যেতে চাই, তোমাদের দু'জনের জীবনের বাইরে। কাল বুঝতে পেরেছি, আমি ভুল করেছি তোমাদের মাঝখানে এসে।

রাজা। মারাত্মক ভুল!

মিসেস্ রায়। (হাসিমুখে) হ্যাঁ, প্রায় মারাত্মক!

রাজা। গোড়াতেই ইভাকে সব কথা বলিনি ব'লে এখন আমার দুঃখ হচ্ছে।

মিসেস্ রায়। আমি দুঃখ করছি মন্দ কাজ করেছি ব'লে। তুমি দুঃখ করছ ভালো কাজ করনি ব'লে—এইখানে হচ্ছে তোমাতে আমাতে তফাৎ।

রাজা। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না। হ্যাঁ, ইভাকে আমি সব-কথাই বলব। আমার মুখ থেকেই তার পক্ষে সব কথা শোনা ভালো। এতে তার যন্ত্রণারও সীমা থাকবে না, আর এজন্যে তাকে যথেষ্ট হীনতাও ভোগ করতে হবে বটে, কিন্তু তবু সব কথা শোনাই তার উচিত।

মিসেস্ রায়। ইভাকে তুমি সব-কথা বলতে চাও?

রাজা। হ্যাঁ, আমি এখনি বলতে যাচ্ছি।

মিসেস্ রায়। (উঠে রাজার কাছে গিয়ে) যদি তুমি বল, তাহ'লে আমি নিজের নামকে এমন কলঙ্কিত ক'রে তুলব যে, চিরদিন তার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটি হয়ে উঠবে বিষম বিষাক্ত! ধ্বংস হয়ে যাবে তার সমস্ত জীবন। যদি তুমি তাকে বলতে সাহস কর, তাহ'লে আমি নেমে যাব নীচতার অতল পাতালে! লজ্জা আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে গভীর লজ্জায়! তুমি তাকে বলতে পারবে না—আমি তোমাকে নিষেধ করছি।

রাজা। কেন?

মিসেস্ রায়। (একটু চুপ ক'রে থেকে) যদি বলি তাকে আমি এখনো ভালোবাসি—তাহ'লে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে বিদ্রূপ করবে, কি বল?

রাজা। তাহ'লে আমার মনে হবে, আপনার কথা সত্য নয়। মাতৃপ্রেমের অর্থই হচ্ছে নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, স্বার্থহীনতা! আর এ-সব হচ্ছে আপনার কাছে অজানা কথা।

মিসেস্ রায়। ঠিক্ বলেছ। ও-সব কথা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব? অতএব এ-প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও। কেবল এইটুকু জেনো, ইভার কাছে আমার পরিচয় দেবার অধিকার আমি তোমাকে দেব না! এ-হচ্ছে আমার গুপ্তকথা, তোমার নয়। এ কথা তাকে বলবার জন্যে যদি আমার মনকে শক্ত ক'রে তুলতে পারি, আর বোধ হচ্ছে আমি তা পারবও, তাহ'লে এ-বাড়ী ছাড়বার আগে আমিই তাকে সব-কথা ব'লে যাব! আর যদি না আমার সাহস হয়, তাহ'লে কোন দিনই তাকে কোন কথাই বলব না।

রাজা। (ক্রুদ্ধস্বরে) তাহ'লে আমি মিনতি ক'রে বলছি, আপনি এখনি আমার বাড়ী ছেড়ে বিদায় হ'য়ে যান।

ইভার প্রবেশ। তাঁর হাতে একখানি ফোটোগ্রাফ্। তিনি মিসেস রায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাজা সোফার পিছন দিকে হেলে প'ড়ে উদ্বিগ্নভাবে মিসেস্ রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন

ইভা। মাপ্ করবেন মিসেস্ রায়, অনেকক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রাখলুম। ছবিখানা আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না। তারপর এখানা

পেলুম আমার স্বামীর পোষাক পরবার ঘরে—রাজা এখানা চুরি ক'রেছিলেন !

মিসেস্ রায় : (ছবিখানা নিয়ে দেখতে দেখতে) যা ভেবেছিলুম, চমৎকার ! (ইভার সঙ্গে এগিয়ে একখানা সোফায় পাশাপাশি ব'সে আবার ছবির দিকে তাকিয়ে) তাহ'লে এইটিই হচ্ছে তোমার ছোট খোকা ? খোকনের নামটি কি ?

ইভা। আমার বাবার নাম ছিল শ্যামলকুমার, তাই খোকনের নাম রেখেছি শ্যামলেন্দ্রনারায়ণ !

মিসেস্ রায়। (ছবিখানি টেবিলের উপর রেখে) তাই নাকি !

ইভা। হ্যাঁ। ছেলে না হয়ে ও-যদি মেয়ে হ'ত, তাহ'লে আমার মায়ের নামের সঙ্গে মিল রেখে আমি ওর নাম রাখতুম, রেণুকণা ! আমার মায়ের নাম রেণুকা কিনা !

মিসেস্ রায়। জান না বুঝি, আমারও ডাক্-নাম রেণু !

ইভা। সত্যি ?

মিসেস্ রায়। হঁ্যা। (একটু থেমে) রাণীজি, আপনার স্বামীর মুখে শুনলুম, আপনি নাকি মায়ের স্মৃতি পূজা করেন ?

ইভা। সব মানুষেরই জীবনে আদর্শ থাকে, অন্তত থাকা উচিত। আমার আদর্শ হচ্ছেন, আমার মা !

মিসেস্ রায়। আদর্শ হচ্ছে বিপদজনক। বাস্তব হচ্ছে তার চেয়ে ভালো। বাস্তবতা আঘাত দেয়, কিন্তু তবু তাকে ভালো বলি।

ইভা। (ঘাড় নেড়ে) আদর্শ হারালে আমি সব হারিয়ে ফেলব মিসেস্ রায় !

মিসেস্ রায়। সব ?

ইভা। হ্যাঁ, সব। (ক্ষণিকের স্তব্ধতা)

মিসেস্ রায়। আপনার বাবা প্রায়ই কি আপনার মায়ের কথা বলতেন ?

ইভা। না, সে-কথা বলতে গেলে তিনি বড় কষ্ট পেতেন। তাঁর মুখেই শুনেছি, আমার জন্মের মাস-কয়েক পরে আমার মা কেমন ক'রে মারা যান। বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ জলে ভ'রে উঠত! তারপর তিনি মিনতি ক'রে বলতেন, তাঁর কাছে কখনো যেন আমার মায়ের নাম না করি। মায়ের নাম শুনলেও তাঁর কষ্ট হ'ত। মায়ের জন্যে ভেবে ভেবেই বাবা শেষে ভগ্ন-প্রাণ নিয়ে মারা পড়লেন। কি দুঃখের জীবন ছিল তাঁর!

মিসেস্ রায়। (দাঁড়িয়ে উঠ্তে উঠ্তে) রাণীজি, এইবার যে আমাকে যেতে হবে!

ইভা। (দাঁড়িয়ে উঠ্তে উঠ্তে) না, না, এখনি নয়।

মিসেস্ রায়। না রাণীজি, আর দেরি করলে চলবে না! এত-ক্ষণে আমার গাড়ী নিশ্চয় এসে পড়েছে।

ইভা। রাজা, মিসেস্ রায়ের গাড়ী এসেছে কিনা একবার খোঁজ নিয়ে দেখ্বে ?

মিসেস্ রায়। রাণীজি, রাজা-বাহাদুরকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই।

ইভা। হ্যাঁ রাজা, একবার খোঁজ নিয়ে এসো গে যাও। (রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ একটু ইতস্তত ক'রে মিসেস্ রায়ের মুখের দিকে দৃষ্টি-পাত করলেন। মিসেস্ রায় দাঁড়িয়ে রইলেন নির্ব্বিকার মূর্ত্তির মত। রাজা চলে গেলেন) মিসেস্ রায়, মিসেস্ রায়! আপনাকে কী আর বলব ? কাল আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন!

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

মিসেস্ রায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন

মিসেস্ রায়। চুপ্, ও-কথা আর তুলো না।

ইভা। আমি ঐ কথাই তুলব। আপনার এই মহৎ আত্মত্যাগের আড়ালে থেকে নিজের দুর্ব্বলতা লুকিয়ে রাখব, এমন কথা আপনি ভাববেন না! অসম্ভব! আজই স্বামীকে সব কথা বলব। এ হচ্ছে আমার কর্ত্তব্য।

মিসেস্ রায়। না, এ তোমার কর্ত্তব্য নয়! স্বামী ছাড়া অন্যের প্রতিও তোমার কর্ত্তব্য আছে। অন্তত আমার কাছে তোমার কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার কর তো?

ইভা। আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা পেয়েছে আপনার জন্যেই।

মিসেস্ রায়। তাহলে নীরব থেকে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ কর। এ ছাড়া আর কোন উপায়েই তোমার ঋণ শোধ করতে পারবে না। জীবনে আমি একটিমাত্র ভালো কাজ করেছি, সকলের কাছে ব'লে দিয়ে তার গৌরব নষ্ট কোরো না। অঙ্গীকার কর, কাল রাত্রে যা ঘটেছে, তা জানব খালি আমরা দুজনেই। তোমার স্বামীর জীবনকে দুঃখময় ক'রে তুলো না। নষ্ট কোরো না তাঁর প্রেমকে। তুমি জানো না ইভা, প্রেমকে হত্যা করা যায় কত সহজে! কথা দাও, বল—জীবনে কখনো স্বামীর কাছে কালকের কথা প্রকাশ করবে না?

ইভা। (মাথা নত ক'রে) এ হচ্ছে আপনার ইচ্ছা, আমার নয়।

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ, এ-হচ্ছে আমার ইচ্ছা। কখনো ভুলো না খোকাকে! আমি তোমাকে আদর্শ মা ব'লে ভাবতে চাই। তুমিও নিজেকে তাই ব'লেই ভেবো।

ইভা। (মুখ তুলে) আজ থেকে আমি সর্ব্বদাই আপনার এই উপদেশ মনে ক'রে রাখব। জীবনে কেবল একবার আমি নিজের মাকে ভুলে গিয়েছিলুম—আর সে হচ্ছে কাল রাত্রে। মায়ের কথা যদি না ভুলতুম, তাহ'লে কাল এত নির্ব্বোধ, এত মন্দ হ'তে পারতুম না।

মিসেস্ রায়। (মুহূর্ত্তের জন্যে শিউরে উঠে) চুপ! কালকের রাত ফুরিয়ে গিয়েছে।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

রাজা। মিসেস্ রায়, আপনার গাড়ী এখনো ফিরে আসে নি।

মিসেস্ রায়। না এলেও ক্ষতি নেই। আমার 'ট্যাক্সি' হ'লেও চলবে। রাণীজি, এইবারে সত্য-সত্যই বিদায় নিতে হ'ল (রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে) ও, ভুলে গিয়েছিলুম! রাণীজি, আপনি হয়তো শুনে হাসবেন, কিন্তু একটা কথা বলব। আপনার 'ভ্যানিটি-ব্যাগ'টি নিয়ে কাল আমি পালিয়ে গিয়েছিলুম, ওটি আমাকে উপহার দিতে পারবেন? রাজা-বাহাদুর বললেন, আপনি দিলেও দিতে পারেন।

ইভা। নিশ্চয়ই দেব, এ আর বেশী কথা কি?

মিসেস্ রায়। (ব্যাগটি নিয়ে) ধন্যবাদ! এই ব্যাগটি সর্ব্বদাই আপনার কথা মনে করিয়ে দেবে। নমস্কার!

প্রস্থানোদ্যত

কুমার চন্দ্রনাথের প্রবেশ

কুমার। (সবিস্ময়ে) হরি, হরি, মিসেস্ রায়!

মিসেস্ রায়। ভালো তো কুমার-বাহাদুর? আজ সকালে বেশ খোস-মেজাজে আছেন তো?

কুমার। (অপ্রসন্নভাবে) হ্যাঁ, বহুৎ-আচ্ছা আছি:

ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

মিসেস্ রায়। না কুমার-বাহাদুর, আপনাকে দেখে মোটেই ভালো মনে হচ্ছে না। আপনি বাইরে বাইরে বড়-বেশী রাত জাগেন—এটা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ! ভবিষ্যতে নিজের শরীরের দিকে একটু তাকাবেন। নমস্কার, রাজা-বাহাদুর! (দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে) কুমার বাহাদুর, আপনি কি আমার গাড়ী পর্য্যন্ত সঙ্গে আসবেন না? এই 'ভ্যানিটি-ব্যাগ'টি আপনি নিয়ে চলুন।

রাজা। আমায় দিন!

মিসেস্ রায়। না, আমি চাই কুমার-বাহাদুরকে!—ওঁর দিদির—অর্থাৎ মহারাণীজির কাছে আমি একটা খবর পাঠাতে চাই। কুমার-বাহাদুর, ব্যাগটি নিয়ে কি আপনি আমার সঙ্গে আসতে পারবেন?

কুমার। মিসেস্ রায়, আপনার হুকুম পেলেই পারব।

মিসেস্ রায়। (হাস্তে হাস্তে) হ্যাঁ, আমিই তো হুকুম দিচ্ছি। আপনি কেমন সুন্দর ভঙ্গীতে ওটি বহন করতে পারবেন!

মিসেস্ রায় দরজার কাছে গিয়ে আর একবার ফিরে দাঁড়ালেন—ইভার সঙ্গে তাঁর চোখোচোখি হ'ল। তারপর তিনি প্রস্থান করলেন। এবং তাঁর পিছনে পিছনে চললেন কুমার চন্দ্রনাথ।

ইভা। রাজা, আর কখনো তুমি মিসেস্ রায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে?

রাজা। (গম্ভীর ভাবে) মিসেস্ রায়কে যা ভেবেছিলুম, দেখছি উনি তার চেয়ে ভালো।

ইভা। মিসেস্ রায় আমার চেয়েও ভালো।

রাজা। (হেসে ইভার চুল নিয়ে আদর করতে করতে) শিশু!

তুমি আর মিসেস্ রায় ভিন্ন জগতের জীব! তোমার জগতে মন্দ কোনদিন প্রবেশ করেনি।

ইভা: ও-কথা বোলো না রাজা। একই জগতে আমরা বাস করি—ভালো আর মন্দ, পাপ আর পুণ্য, সেখানে পরস্পরের হাত ধ'রে বিচরণ করে।

রাজা। ইভা, তুমি এ-কথা বলছ কেন?

ইভা। (সোফায় ব'সে) কারণ, ভালো থেকে মন্দকে আলাদা করতে গিয়ে আর একটু হ'লেই ডুবে গিয়েছিলুম আমি গভীর অন্ধকারে। তারপর, যার জন্যে আমাদের মিলনে বাধা ঘটেছিল—

রাজা। না ইভা, কোনদিনই আমাদের মিলনে বাধা ঘটেনি।

ইভা। না, আর কোনদিনই ঘটবে না। রাজা, কোনদিন তুমি আমাকে আজ্‌কের চেয়ে কম ভালোবেসো না, তাহ'লে আজ্‌কের চেয়ে আমিও তোমাকে ঢের-বেশী ভালোবাসব। তুমি হবে আমার চিরদিনের নির্ভর! চল, আজই আমরা দার্জ্জিলিঙের বাড়ীতে বেড়াতে যাই। সেখানে হিমালয়ের তুষার-স্বপ্নের ছায়ায় আমাদের সবুজ বাগানে ফুটে আছে সাদা গোলাপ আর রাঙা গোলাপ!

কুমার চন্দ্রনাথের পুনঃপ্রবেশ

কুমার। নরেন, কাল যা-যা ঘটেছিল, মিসেস্ রায় তার বহুৎ-আচ্ছা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

ভয়ে ইভার মুখ সাদা হয়ে গেল। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ চম্‌কে-উঠলেন।
কুমার চন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে রাজার হাত ধ'রে তাঁকে
রঙ্গমঞ্চের সামনের দিকে টেনে আনলেন

ওহে ভায়া, হরি হরি! মিসেস্ রায় খুব ভালো কৈফিয়ৎ দিয়েছেন: আমরা সবাই কাল তাঁর ওপরে অবিচার করেছিলুম। এখান থেকে বেরিয়ে মিসেস্ রায় আগে 'ক্লাবে' আমাকে খুঁজ্‌তে যান। সেখানে আমাকে না পেয়ে কেবল আমার জন্যেই তিনি গিয়েছিলেন স্যর বিনয়ের বাড়ীতে! তারপর, হঠাৎ একদল লোক গোলমাল করতে করতে আসছে শুনে ভয়ে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে লুকিয়েছিলেন। দেখ দেখি, কি মিষ্টি মেয়ে! আর আমরা কিনা তাঁরই সঙ্গে করেছিলুম জানোয়ারের মতন ব্যবহার! তিনিই হবেন ঠিক্ আমার মনের মতন স্ত্রী! তাঁর সঙ্গে আমি একেবারে খাপ খেয়ে গিয়েছি। কেবল, তিনি একটি সর্ত্ত করেছেন যে, আমরা বাস করব বাংলা দেশের বাইরে গিয়ে। হরি, হরি! এ তো খুব ভালো কথাই! রাবিশ কলকাতা, রাবিশ ধূলো-ধোঁয়া, রাবিশ সমাজ, রাবিশ যা-কিছু! ভাবলেও গায়ে জ্বর আসে!

রাজা। চন্দ্রনাথ, তুমি বিয়ে করবে বেশ একটি চতুরা নারীকে।

ইভা। (স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধ'রে) না কুমার-বাহাদুর, আপনি বিয়ে করবেন, যথার্থ এক সৎ নারীকে!

য ব নি কা